লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী—বিশেষ চিত্র

১। দিল্লীতে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।
২। সিমলায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আনে।
৩। জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোই।
৪। বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট হাওড়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্পেশাল কনেস্টবল পরিদর্শন করিতেছেন।
৫। পুনা কংগ্রেস হাউস।
৬। করাচীতে কেনিয়াযাত্রী ভারতীয় সৈন্যদল।
৭। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে নূতন টেলিফোন লাইন সংযোগ উপলক্ষে সমবেত জনবৃন্দ।
৮। ভিজাগাপত্তন বন্দর—এখানে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা খোলা হইতেছে।
৯। বৃটীশ সম্রাটগণের বাসগৃহ সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে এখন যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য জিনিষপত্র রাখা হইয়াছে।

উপহারের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

অফুরন্ত	১৲
পুতুল ও প্রতিমা	১৷৷০

বনফুলের

বনফুলের গল্প	১৷৷০
বৈতরণী তীরে	১।০
দ্বৈরথ	২৲
কিছুক্ষণ	১৷৷০

উপেন্দ্রনাথের

রাজপথ	৩৲
শশিনাথ	২৷৷০
অমলতরু	২৲

অচিন্ত্যের

প্রথম প্রেম	২৲
আসমুদ্র	২৲
জননী জন্মভূমিশ্চ	২৲

সরোজকুমারের

ক্ষণবসন্ত	১৷৷০
ময়ূরাক্ষী	১৷৷০
গৃহকপোতী	১৷৷০
মধুচক্র	১৲
পান্থনিবাস	১৷৷০
হংস বলাকা	১৷৷০

হেমেন্দ্রকুমারের

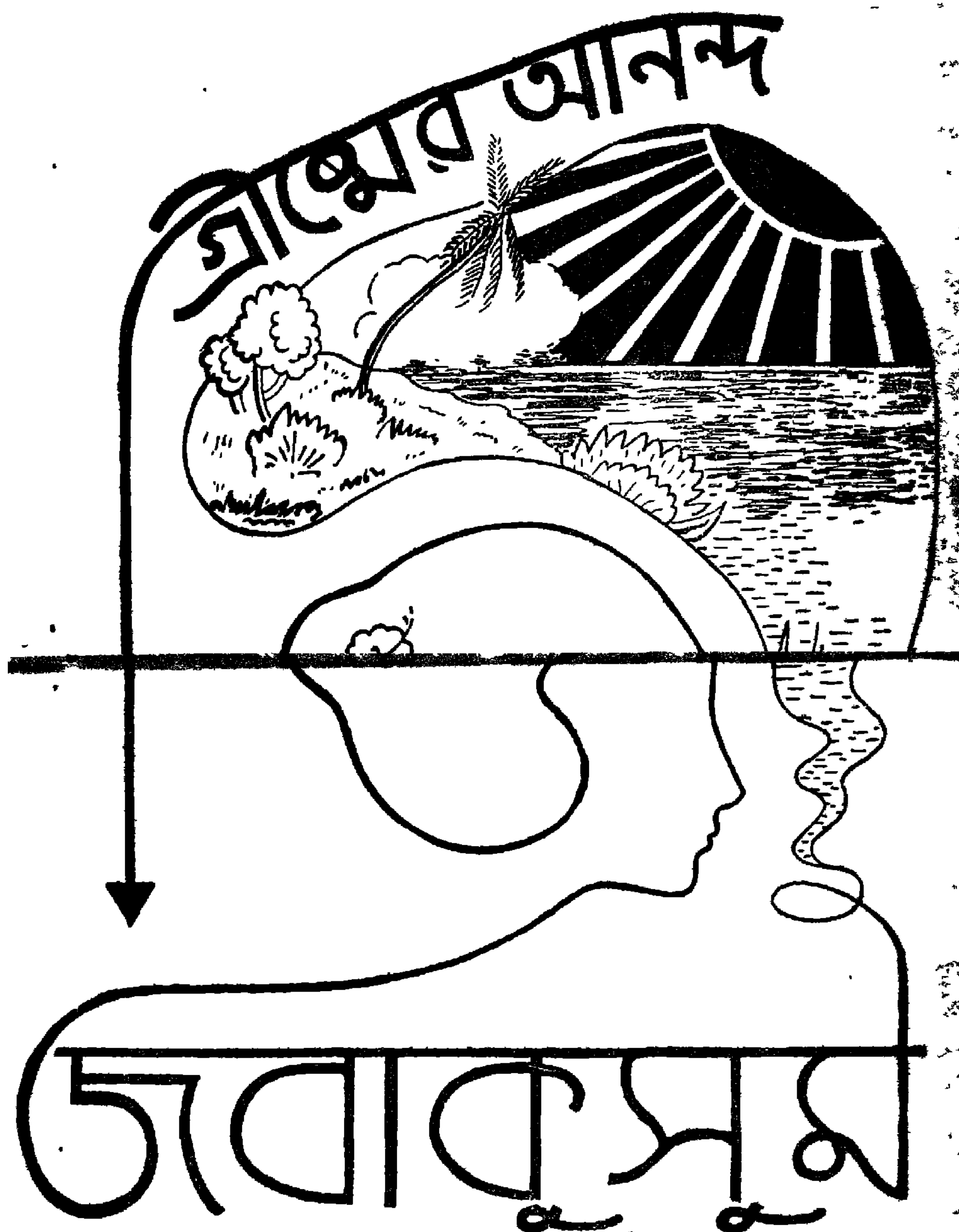
উপেন্দ্রনাথের

লক্ষ্মীর বিবাহ	১৷৷০
দামোদরের বিপত্তি	২৲
দিগ্‌ভ্রষ্ট	১৷৷০
সাগরিকার নির্য্যাতন	২৲

হেমেন্দ্রের

সান্ত্বনা	১।০

সৌরীন্দ্রের


গ্রীষ্মের আনন্দ
জবাকুসুম

নীলকণ্ঠ ১।০

ব্যোমকেশের

পথের পথিক ১॥০

নরেশচন্দ্রের

পাপের ছাপ ২।০
খেয়ালের খেসারত ২৲
পিছল পথের শেষে ২৲
তরুণী ভার্য্যা ২৲

রবীন্দ্র মৈত্রের

উদাসীর মাঠ ১৲
ত্রিলোচন কবিরাজ ১৲

মাণিক ভট্টাচার্য্যের

শঙ্কর ১॥০
প্রশান্ত ১॥০
অশ্রুনির্ঝর ২৲

হেমেন্দ্রলাল রায়ের

শিশির খেয়াল ১॥০

নরেশ্বরের

পাষাণপুরী ১॥০

দীপালি ১॥০
সোনার সিঁড়ি ১৸০
পাতালের ডাক ১।০

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

মৃগতৃষ্ণা ১।০
বৈরাগ যোগ ১।০

কিরণশঙ্করের

সপ্তপর্ণ ১।০

মুক্তবন্দিনী শান্তিসুধার

গোলক ধাঁধা ২৲

শৈলজার

মারণ মন্ত্র ১॥০
বধূবরণ ১॥০
অনাহূত ১॥০
গঙ্গা যমুনা ১৲

মণীন্দ্রলালের

রমলা ১৸০
কল্পলতা ১।০

পায়ের ধুলা ২৲

শৈলবালার

বিপত্তি ২॥০
তেজস্বতী ১॥০
নমিতা ২৲
শান্তি ১॥০

প্রিয়কুমার গোস্বামীর

কবে তুমি আসবে ১॥০

বিশ্বপতির

ঘরের ডাক ২৲
বৃন্তচ্যুত ১।০

প্রভাবতীর

তীর্থযাত্রী ২৲
ঘূর্ণি হাওয়া ২৲
ব্রতচারিণী ২॥০

পাঁচুগোপালের

মদনভস্মের পর ১॥০

কেশবচন্দ্রের

সখের প্রেমিক ১॥০
অতি বোগাস ১॥০
বিদ্রোহী তরুণ ১॥০

জ্যোতির্ম্ময়ীর

ছায়াপথ ১।০

কালীপ্রসন্নের

মহা-মুহূর্ত্তে ১॥০
ঘরের বৌ ২৲
পল্লীর প্রাণ ২॥০

সীতাদেবীর

মাতৃ-ঋণ ২৲
বন্যা ২॥০

সুধাংশুকুমার ঘোষের

সহপাঠিনী ১৲

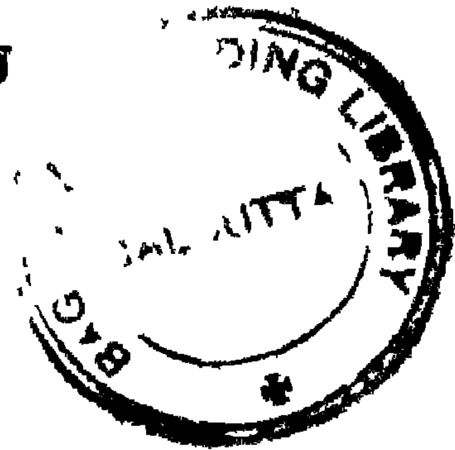
নবগোপাল দাসের

সাগর দোলার ঢেউ ১॥০
ছিন্ন-পাপড়ী ১॥০
অসমাপ্ত ১।০

বহুবর্ণ চিত্র

কুহকিনী

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য



মিনার্ভা থিয়েটারে শুভ উদ্বোধন

২২শে ফেব্রুয়ারী, '৪১

শনিবার রাত্রি ৮।।০টায়

ডি, এম, লাইব্রেরী

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

—প্রথম সংস্করণ—
চৈত্র, ১৩৪৭
—মূল্য এক টাকা—

মুদ্রাকর
শ্রীআশুতোষ ভড
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আমার বক্তব্য

যাঁরা আমার নাটক দেখতে, পড়তে কিম্বা অভিনয় করতে ভাল বাসেন, তাঁদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন—যে এই হঠাৎ-হঠকারীতার মানে কী? অর্থাৎ মিনার্ভায় আমি বই দিলাম কেন? জবাব দিহি অবশ্য আমাকে একটা করতে হবেই, কিন্তু কী ভাবে বললে কোন পক্ষকেই আহত করা হবেনা, অথচ আমার বক্তব্য সুপরিস্ফুট হবে, সেই কথাই কেবল চিন্তা করছি।

মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম কর্ত্তা মিঃ এন, সি, গুপ্ত যখন আমায় অনুরোধ করেন তাঁর বোর্ডের জন্য একখানি নাটক রচনা করতে—তখন সে অনুরোধ এড়ানো আমার পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, এবং ঈশ্বর জানেন মিনার্ভার উপযুক্ত ভেল্কি-ওয়ালা বই লিখতে আমি প্রাণপণ চেষ্টাও করেছি—সাফল্য লাভ করেছি কিনা জানিনে। তবে একথা খুব ঠিক যে এঁদের অভিনয়ের ধারা বজায় রাখতে গিয়ে নাটকে যে ধরণের সস্তা রসিকতা, অস্বাভাবিক ভেল্কি ও অপরিমিত নাচগানের অবতারণা করতে হয়—সব নাট্যকারের পক্ষে সে কর্ত্তব্য পালন সহজ নয়।

এই বই মহলা দেবার সময় এর অভিনয়কে সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এন, সি, গুপ্ত, মিঃ দেলওয়ার হোসেন, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ঘোষ যে পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য তাঁদের আমি আমার ধন্যবাদ প্রদান করছি। মিঃ মহম্মদ জান তাঁর সুপটু তুলির সাহায্যে কুহকিনীর পশ্চাদ্ পটকে অনুপম করে তুলেছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন দাস গানের সুরকে

করেছেন চিত্তস্পর্শী, শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পাল নৃত্যকে করেছেন লীলায়িত, সকলকেই আমাব ধন্যবাদ জানাচ্ছি। "এবার মোদের যাত্রা সুরু" ও "আজকে কেবল কাণে কাণে" গানদুটি রচনা কবেছেন বন্ধুবব অখিল নিয়োগী, "শালবীথি যে ডাকছে তোমায়" গানখানি বচনা করেছেন প্রিয় বান্ধবী কমল রাণী মিত্র, 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু' স্তবটী এবং 'জয় হোক' গানখানিব সর্ব্বশেষ লাইন অর্থাৎ 'নন্দিত হোক অম্বব লোক' বচনা কবেছেন শ্রীযুক্ত ধীবেন দাস। সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

মফঃস্বলে যাঁবা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁবা অনায়াসেই এব ভেন্ডীব অংশটুকু বাদ দিয়ে নিতে পারবেন। এবং গ্রাম্য বালিকা, দেবদাসী ও নর্ত্তকী ইত্যাদি সবই বাদ দেওয়া যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যদি কারুব কিছু জানবাব থাকে, তবে নীচেব ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিলে আমি সানন্দে তাঁকে আমার Suggestion জানিয়ে দেবো।

পবিশেষে মিনার্ভার সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ, মঞ্চমাযাকবগণ, ও কর্ত্তৃপক্ষকে আমি আমাব ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ ক'বে দেলওযাব সাহেবেব আতিথেয়তা, শ্রীমতী শেফালিবা, শ্রীমতী হবিমতী ও শ্রীমতী অপর্ণা দাসেব সুমিষ্ট ব্যবহাব আমাব চিবকাল মনে থাকবে।

১৭, বোসপাড়া লেন,
বাগবাজাব
কলিকাতা।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

'কুহকিনী'র

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ।

পুরুষ

জয়ন্ত কুমার	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুন্দর		,, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত বিপ্রদেব	...	,, সুশীল ঘোষ
সোমদেব	.	প্রফুল্লদাস (হাল্লুবাবু)
অজয় কুমার	...	,, গোপাল চট্টোপাধ্যায়
কুশল কুমার	.	,, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবতোষ		মিষ্টার রোজারিও (এ্যাঃ)
সোমেন	...	,, পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বরুণ	...	,, অমৃত লাল রায়
নীলমাধব	...	,, জীবন মুখোপাধ্যায় (রেডিও)
বজ্রসেন	...	,, দুর্গাদাস সান্যাল
ঘোষক	...	,, তুলসী পাল
প্রতিহারী	...	,, অনয় দাস
কাঞ্চী রাজ্যের সৈন্যগণ	...	তুলসী পাল, পুলিন পাল, মণি মিত্র, যোগেন রায়, বৈদ্যনাথ মিত্র, অমূল্য মিত্র, রেবতী দত্ত।
কামরূপ রাজ্যের সৈন্যগণ	...	বাবুলাল শর্ম্মা, সুরেশ সাহা, চুনীদত্ত।
পৌরজন (কাঞ্চীরাজ্যের)	...	সন্তোষ শীল, অমৃত রায়, পরেশ চট্টো, সন্তোষ বন্দ্যো।

স্ত্রী

রাণী রত্না	...	শ্রীমতি শেফালিকা (পুতুল)
শীলা	..	„ হরিমতী (রেডিও)
সুমিত্রা	...	„ অপর্ণা দাস
রেবা	.	„ রেণুকা
মাধবী	...	„ গীতা দেবী
নর্ত্তকীগণ		„ বেণুকা, প্রভা, সুশীলা, রাধা (১) রাধা (২) রেবা, মুক্তো, ইন্দু, পটল, ইলা, কমলা, আন্না।

পরম কল্যাণবরে

শ্রীমান বিমলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী মায়া দেবী

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

আশীর্ব্বাদক

বড়দা

চরিত্রলিপি

বিপ্রদেব	...	কামরূপ রাজ্যের পুরোহিত
সোমদেব	...	ঐ শিষ্য
জয়ন্ত	.	কাঞ্চি রাজ্যের যুবরাজ
অজয়	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা
মন্ত্রী	..	কাঞ্চির মন্ত্রী
সুন্দর	...	জয়ন্তের সহচর
কুশল সোমেন দেবতোষ বরুণ	}	বিভিন্ন রাজ্যের রাজকুমারগণ
বজ্রসেন	...	কামরূপ রাজ্যের সেনাপতি
রক্ষী		রক্ষী
প্রতিহারী	...	কাঞ্চির প্রতিহারী

কাঞ্চির পৌরজন, ঘোষক, সেনাপতি, প্রহরী ইত্যাদি।

*

রত্না	...	কামরূপ রাজ্যের কুহকিনী রাণী
শীলা	..	ঐ সহচরী
সুমিত্রা	..	জয়ন্তের সহোদরা

গ্রাম্য বালিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

1.5.41

"কুহকিনী"

নাটকের

সংগঠনকারীগণ

পরিবেশক—	মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ
নাট্যকার—	শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য
পরিচালক—	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার—	শ্রীঅখিল নিয়োগী শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র শ্রীধীরেন দাস
সুরশিল্পী—	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী—	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চশিল্পী—	মিঃ মহম্মদ জান

নেপথ্য-কর্ম্মীবৃন্দ

মঞ্চাধ্যক্ষ—	জানে আলাম
আহার্য্য সংগ্রাহক—	গোবিন্দ দাস
স্মারক :—	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
	নৃপেন ভট্টাচার্য্য
হারমনিয়াম বাদক—	রতন দাস
পিয়ানো—	কুমুদ ভট্টাচার্য্য
ট্রাম্পেট্—	বলরাম পাঠক
সঙ্গতি	জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু
বেহালা	সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী
আড় বাঁশী ,,	শঙ্কর দাসগুপ্ত
ক্লারিওনেট ,,	মন্মথনাথ দাস
আলোক সম্পাতকারিগণ	ভোলানাথ বসাক, ওহিয়ার রহমান (কল্লু)
রূপসজ্জাকর	পঞ্চু, সন্তোষবাবু, তুলসী, অবনী, বিনোদ।
মঞ্চমায়াকরগণ—	বৈদ্যনাথ, বটকৃষ্ণ, পঞ্চানন, শিবচরণ, কালীপদ, কানাই, নারাণ, এজার, মণিঠাকুর।

কুহকিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আসাম প্রদেশের পর্ব্বতমালার সুনিবিড় অভ্যন্তর ভাগে একটি গুহা। পর্দ্দা সরিবার সঙ্গে সঙ্গে গুহা-মধ্যের দৃশ্য দর্শকের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। চারিধারে প্রাচীন ও পিচ্ছিল পর্ব্বতগাত্র শৈবালাচ্ছন্ন। গুহা মধ্যের পরিবেশ গভীর ও গম্ভীর। উপর হইতে একটি বিচিত্র আকারের দীপাধার ঝুলিতেছে সেই ম্লান আলোতে গুহাটিকে আরও ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল। সম্মুখে কারুকার্য্য-খচিত শিলাময়ী দরজা। তাহার দুই পার্শ্বস্থ ধূপাধার হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। গুহার বাম ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে দুইটি দরজা। উহার একটি দিয়া এই গুহার বাহিরে যাওয়া যায় ও অন্যটি দিয়া পর্ব্বতের আরও অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করা যায়।

দৃশ্য আরম্ভ হইবামাত্র নেপথ্য হইতে একটি মৃদু সঙ্গীত ঝঙ্কার শ্রুত হইতে লাগিল, এবং তাহার সহিত একটি গুরু গম্ভীর ঘণ্টার বিলম্বিত ধ্বনি। সব জড়াইয়া একটি আতঙ্ককর নিস্তব্ধতা। মিনিট খানেক এই ভাবে কাটিয়া যাইবার পর

একটি দুটি করিয়া বালিকা অতি মন্থর তালে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও বেশ বিন্যাসে মণিপুরী প্রভাব আছে। সকলে প্রবেশ করিয়া নাচিতে নাচিতে প্রণামের ভঙ্গীতে দরজার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িল।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া রাণী রত্নার সখি ও সহচরী শীলা প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত বালিকাবৃন্দের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিল।]

শীলা। বাণী রত্নার জয় হোক।

[এই বলিয়া শীলা সুরে কহিল ঃ—"জয় হোক"। বালিকাগুলি অমনি প্রতিধ্বনি করিল "জয় হোক।" শীলা এক লাইন দু'লাইন করিয়া গান গাহিতে লাগিল—বালিকা "জয় হোক জয় হোক" বলিয়া দুলিতে দুলিতে সেই গানের ধূয়া রক্ষা করিতে লাগিল।]

—শীলার গান—

শীলা। জয় হোক

বালিকাবৃন্দ। জয় হোক

শীলা। জয় হোক।

সন্ধ্যার শঙ্খ যে বাজে
অন্তর মন্দির মাঝে
বন্ধন-ভয়-ভীত মেল চোখ—

বালিকাবৃন্দ। জয় হোক।

শীলা। অম্বরে গম্ভীর রাত্রি
সম্বর যাত্রা হে যাত্রা
দুস্তর দুঃখের ক্ষয় হোক—

বালিকাবৃন্দ। জয় হোক।

শীলা। ফিরে এস বিশ্রাম তীর্থে
বন্দির লীলায়িত নৃত্যে
নন্দিত হোক্ অন্তর লোক—

বালিকাবৃন্দ। জয় হোক।

[গানের শেষে শীলা বলিল]

শীলা। রক্ষী!

[একজন কৃষ্ণকায় রক্ষীর প্রবেশ। সে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইল]

শীলা। কাল সন্ধ্যায় যে চার জন নূতন মানুষ পথ ভুলে আমাদের আতিথ্য স্বীকার করেছেন, তাঁরা কোথায় ?

রক্ষী। অতিথিশালায়।

শীলা। তাঁদের আতিথ্যের কোন রকম ত্রুটি হয়নি তো ?

রক্ষী। না দেবী।

শীলা। তাঁদের সসম্মানে এখানে আনবার ব্যবস্থা করো। রাণী পূজায় বসেছেন, পূজা শেষ হ'লেই তিনি এখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

রক্ষী। আপনার আদেশ এখনি প্রতিপালিত হবে দেবী।

[রক্ষী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল]

শীলা। রেবা!

[বালিকাদের মধ্য হইতে একজন বাহির হইয়া আসিল]

শীলা। তুমি এগিয়ে দেখ, সেনাপতি বজ্রপাণি কেন এত বিলম্ব করছেন রাজকুমার জয়ন্ত ও তাঁর সহচরকে এখানে নিয়ে আসতে। এই যে! আসুন সেনাপতি!

[সেনাপতি বজ্রপাণি রাজকুমার জয়ন্ত ও তৎসহচর সুন্দরকে লইয়া প্রবেশ করিল। রাজকুমার জয়ন্ত পরম রূপবান। সে রূপ পুরুষের রূপ, বিস্তৃত বক্ষপট, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট। সুন্দরের চেহারা সুন্দর নয়—বরং তাহার বিপরীত।]

শীলা। স্বাগত—সুস্বাগত রাজকুমার।

জয়ন্ত। আমি জানতে চাই আজ সাতদিন এই ভাবে আমাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে কেন?

শীলা। আপনি তো আমাদের বন্দী নন রাজকুমার! রাণীর আদেশে আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

সুন্দর। হ্যাঁ, বড় খাঁচার মধ্যে পাখীর স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে।

জয়ন্ত। আমি জিজ্ঞাসা করছি আমাদের মুক্তি দেওয়া হবে কবে?

শীলা। এ প্রশ্ন আপনি রাণীকে করতে পারেন। কারণ আপনাদের মুক্তি আমার ইচ্ছাধীন নয় রাজকুমার।

জয়ন্ত। রাণীকে প্রশ্ন ক'রে দেখেছি, তাঁর কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাই নি। আমি তোমাদের স্পষ্ট ক'রে এই কথাই জানাতে চাই যে আমার এই বন্দীত্ব আমার প্রজাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করবে।

বজ্রসেন। আমরা সে কথা জানি রাজকুমার।

জয়ন্ত। জানো! ভয় করে না তোমাদের?

বজ্রসেন। ভয়? কিসের ভয়?

জয়ন্ত। যুদ্ধের। আমার সৈন্যবল, অস্ত্রবল স্মরণ করলে তোমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হবে। আমার সভ্য সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর আধুনিক রণ-নৈপুণ্যের কাছে তোমাদের এই অশিক্ষিত, অসভ্য সৈন্যদল মুহূর্ত্তে মৃত্যুবরণ করবে সে কথা জানো?

বজ্রসেন। জানি রাজকুমার। যুগে যুগে সভ্যজাতি, অসভ্যদের হত্যা ক'রে পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে—এ কথা আমাদের কাছে নূতন নয়। আপনাকে এখানে বন্দী ক'রে রাখার জন্য যদি যুদ্ধ হয়—হবে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে আপনি মুক্তি লাভ করতে পারবেন না রাজকুমার!

জয়ন্ত। তার মানে তোমরা মরবে।

বজ্রসেন। সংগ্রামে মরবো, কিন্তু সম্মানে মরবো না।

শীলা। রাণীর অনুপস্থিতিতে এই রকম বাক্‌বিতণ্ডায় আমি আপত্তি করছি বজ্রসেন। বিশেষ ক'রে মন্দিরের মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা—

বজ্রসেন। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি দেবী। কিন্তু ইনি যে ভাবে নিজের শক্তিমত্তার ভয় প্রদর্শন করছিলেন, তাতে জাতির পক্ষ থেকে উত্তর না দিলে ভীরুতা প্রকাশ করা হ'ত বলে আমার মনে হয়। অসভ্য হ'লেও আমরা মানুষ, দেবী।

[রক্ষী চারিজন রাজপুত্রকে লইয়া প্রবেশ করিল। ইহাদের নাম যথাক্রমে কুশল, সোমেন, দেবতোষ ও বরুণ। চারি জনেই এখানে

নবাগত। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার বিচিত্র পরিবেশে চারি জনেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।]

[রক্ষী প্রস্থান করিল]

শীলা। আপনাদের স্বাগত-সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি হে রাজপুত্রগণ! কিন্তু কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে আপনারা ছুটে এসেছেন এই অসভ্য রাজ্যের অধিবাসীদের দর্শন দিয়ে ধন্য করতে— জানতে পারি কি?

কুশল। আমি তোমাদের রাণীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যের খ্যাতি শুনে ছুটে এসেছি তাঁকে দেখতে।

সোমেন। তাঁর অদ্ভুত যাদুবিদ্যার অলৌকিক কাহিনীই আমার আগ-মনের কারণ।

দেবতোষ। আমি জানতে এসেছি তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও নীতি-বোধের পরিমাণ।

বরুণ। আমার ইচ্ছা জেনে যাবো তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী।

শীলা। আমাদের রাণীর এই মহা সৌভাগ্যে আমরা পুলকিত। রাণীর ও জাতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করছি।

কুশল। রাণীর দর্শন কি পাবো না?

শীলা। অবশ্যই পাবেন।

সোমেন। কখন তিনি আসবেন?

শীলা। সময় হ'লেই।

দেবতোষ। আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন তো?

শীলা। নিশ্চয়।

বরুণ। আমরা কবে মুক্তি পাবো ?

শীলা। আপনারা তো বন্দী নন যে মুক্তির প্রশ্ন করছেন !

সুন্দর। ওঃ! এই এক আচ্ছা চাল শিখে রেখেছে এরা। মহাশয়-গণের নিবাস ?

কুশল। আমি কোশলনগরের রাজপুত্র, আমার নাম কুশলকুমার। এঁরা আমার বন্ধু। কিন্তু আপনার পরিচয়—

সুন্দর। আমার পরিচয় আমি স্বয়ং। যেখানে দেখছেন—যেমনটি দেখছেন—ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর অবিশ্যি একটা গুরু গম্ভীর পরিচয় আছে। ইনি কাঞ্চির যুবরাজ জয়ন্তকুমার।

কুশল। যুবরাজ জয়ন্তকুমার ! সেকি !

সোমেন, দেবতোষ, বরুণ। আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন যুবরাজ!

কুশল। আমরা সকলেই আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত। আপনার শৌর্য্য বীর্য্য, আপনার শিক্ষা দীক্ষায় আমরা বিস্মিত ও গর্ব্বিত। কিন্তু যুবরাজ—আপনি কেমন ক'রে—

জয়ন্ত। মৃগয়ায় উন্মত্ত হ'য়ে পথ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছিলাম; কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথ না পাওয়ায় অগত্যা বাধ্য হ'য়ে এদের আতিথ্য স্বীকার করতে হয়েছে। আমার ধারণা ছিল না, যে এই সুদুর্গম পর্ব্বতমালার অভ্যন্তরে এত বড় একটা বিশাল রাজ্য আছে। কিন্তু তোমাদের কথা শুনে মনে হ'ল—তোমরা স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ ! কিন্তু ভেবে দেখেছ কি এর পরিণাম ?

সুন্দব। পরিণাম—হরিনাম।

কুশল। সেকি !

জয়ন্ত। সুন্দরেব কথা একটুও মিথ্যা নয়। এই অসভ্য বাজ্যের অধিবাসীবা গৌববর্ণ মানুষদেব ঘৃণা কবে। এদেব বাণী বত্না—কুহকিনী। অপূর্ব্ব কুহক বিস্তাব ক'বে সে মানুষকে জড়েব মত নিশ্চেষ্ট ক'বে বাখতে পাবে। তোমাদেবি মত বহু বাজপুত্র—

শীলা। সেনাপতি। বাজকুমাব উত্তেজিত হয়েছেন, ওঁকে বাইবেব বাতাসে নিয়ে যান।

বক্ষী। আসুন বাজকুমাব।

(জযন্ত ও সুন্দবকে লইযা বক্ষীব প্রস্থান)

[নেপথ্যে বাদ্যযন্ত্রের একটা গুরু গুরু ধ্বনি উঠিল, মনে হইল নানাপ্রকার বিচিত্র বকমের যন্ত্র একসুবে বাজিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখেব শিলাময়ী দরজা খুলিযা গেল, এবং ক্রমোচ্চ সোপানশ্রেণী দর্শকেব নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বালিকাবৃন্দ সাবি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই দুইখানি সুন্দর চবণ সোপান বাহিয়া নামিতেছে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বাণী রত্নাব সম্পূর্ণ অবযব দেখা গেল। বিচিত্র পোষাকে রাণীব সর্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিতেছে, মুখখানিব উপব একখানি স্বচ্ছ কাপড়ের আবরণ, রত্না নামিয়া আসিতেই শীলা ও বালিকাবৃন্দ মস্তক অবনত কবিল। বাণী লীলায়িত ভঙ্গীতে মুখের আববণ সরাইযা

নবাগত রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুদের দিকে কটাক্ষপাত করিল। সে রূপ দেখিয়া সকলে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

বত্না। অসভ্যদের দেশে, তাদের অপটু হাতের আতিথ্যে আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি তো ?

কুশল। না দেবী।

বত্না। সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত—?

কুশল। না দেবী।

বত্না। এদের অমার্জ্জিত ব্যবহার মনঃক্ষোভের কারণ ঘটায়নি ?

কুশল। না দেবী।

বত্না। আমার অনুচরদের জন্য আমি গর্ব্ববোধ করছি রাজকুমার! কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদের এখানে শুভ পদার্পণের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে আশা করি আপনারা অপমানিত বোধ করবেন না।

কুশল। না দেবী। বরং আপনাকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আমি ছুটে এসেছি আপনার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে—আপনাকে দেখতে।

বত্না। (তাহার চোখে চোখ রাখিয়া) আমাকে দেখলেন ?

কুশল। হ্যাঁ।

বত্না। জনশ্রুতি কি মিথ্যা বলে মনে হয় ?

কুশল। না।

বত্না। এবার আমি যদি বলি—আপনাকে মুক্তি দেওয়া হ'ল! আপনি যেতে পারবেন ?

কুশল। (মন্ত্রমুগ্ধের মত চোখের দিকে চাহিয়া) না।

রত্না। (সোমেনকে) আপনি ?

সোমেন। না।

রত্না। (দেবতোষকে) আপনি ?

দেবতোষ। না।

রত্না। (বরুণকে) আপনিও-না ?

বরুণ। না।

রত্না। (হাসিয়া) আমার রূপ আর গুণ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে দেওয়ার জন্য—আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কেউ যদি আমাকে সুন্দরী বলে, আমি তার কথা শুনে খুসী হই, আর সেই ভক্তের কাছ থেকে আমি দূরে থাকতে পারিনে। তাকে কাছেই রেখে দিই।

কুশল। আমরা যেতে চাইনা দেবী।

রত্না। বেশ, তাই হবে—আপনাদের আমি নিজের কাছেই রাখবো। আজই গভীর রাত্রে মহাকালীর পূজার পুণ্য লগ্নে আমার বিরাট পশু-শালায় সসম্মানে আপনারা স্থান লাভ করবেন।

সোমেন। পশুশালায়!

রত্না। হ্যাঁ!

দেবতোষ। পশুশালায় মানুষের স্থান কী ক'রে হবে দেবী ?

রত্না। পশু হ'য়ে।

বরুণ। আপনি কি আমাদের পশুতে পরিণত করবেন।

রত্না। এইবার আপনারা আমার কথাটা ঠিক বুঝেছেন। আপনারা সভ্য জগতের লোক, সামান্যা একজন অসভ্য

নারীর কথা বুঝতে এত দেরী হচ্ছে দেখে মনে মনে আমি ভারী দুঃখিত হচ্ছিলাম। —হ্যাঁ,—আমি আপনাদের পশু ক'রেই রাখবো।

কুশল। দেবী !

রত্না। ভক্তকে মানুষ ক'রে রাখলে অনেক অসুবিধে। তার বিচার আছে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ কোন রিপু থেকেই সে মুক্ত নয়। অত উৎপাত সহ্য করার মত সময় তো আমার হাতে নেই রাজকুমার ! কাজেই ভক্তকে আমি পশু ক'রে কাছে রাখি। তাতে ভক্তের আনুগত্য সম্বন্ধে আমাকে আর চিন্তা করতে হয় না। আপনারা দেখবেন আমার পশুশালা ? শীলা !

[শীলা আলো নিভাইয়া দিতেই গুহা অন্ধকার হইল। মন্দিরের সম্মুখের দরজার পাশের ধূপদানীর উপর চাপদিতেই, উহার বামপার্শ্বের দেওয়াল উন্মুক্ত হইয়া গেল। দেখা গেল দূরে অসংখ্য পশু দড়ি দিয়া বাঁধা। তন্মধ্যে ভেড়ার সংখ্যাই অধিক। অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল—রত্না বলিতেছে।]

রত্না। আমার হাতে যে যাদুদণ্ডটি দেখছেন, এর সামান্য একটু স্পর্শেই—আজ রাত্রে আপনারা আমার ওই পশুশালার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন। শীলা।

[তৎক্ষণাৎ গুহার দেওয়াল জুড়িয়া গেল। গুহা আলোকিত হইল। দেখা গেল, রত্না যাদুদণ্ড হাতে লইয়া হাসিতেছে।]

কুশল। দেবী রক্ষা করুন—আমাদেব বক্ষা করুন। আমরা আপনাব গুণমুগ্ধ। এভাবে আমাদেব ধ্বংস করবেন না।

বত্না। ধ্বংস কবছি না সৃষ্টি কবছি। মানুষকে অমানুষ কবছি, একি কম কথা? এক হিসেবে আমি তো আপনাদের ভগবানেবও ওপব। তাঁব আছে সৃষ্টিব প্রেরণা, আব আমাব আছে ধ্বংসেব উন্মাদনা।

কুশল। আপনি এত সুন্দবী—অথচ কী ভয়ঙ্করী।

বত্না। (হাসিয়া) তাইত হয়—বাজকুমাব। গোখবো সাপ দেখেছেন? দেখতে বড় সুন্দব। কিন্তু আপনি তাব গুণমুগ্ধ ভক্ত হবাব চেষ্টা করুন, দেখবেন, সে তাব সুন্দর ফণা বিস্তাব ক'বে আপনাকে দংশন কববে। কিন্তু আব নয়, আহাবাদি ক'বে এবাব বিশ্রাম করুনগে। বাত্রি তৃতীয় প্রহবেব সময় মহাকালীব পূজায় আপনাদেব উপস্থিত থাকাব দবকাব হবে।

কুশল। দেবী।

রত্না। শীলা!

শীলা। বক্ষী!

[বক্ষী আসিযা চারিজনকে লইয়া গেল সোমেন ও দেবব্রোব কাঁদিতেছিল। রত্না সেইদিকে চাহিযা হাসিলেন, শীলা আগাইয়া আসিল।]

বত্না। (আসনে বসিয়া) শীলা!

শীলা। বাণী!

বত্না। মহাকালীর পূজাব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে?

শীলা। হ্যাঁ।

বত্না। বিপ্রদেব কি কোন আদেশ কবেছেন ?

শীলা। না। পুরোহিত কোন আদেশ কবেন নি। তবে মনে হয় আজই তিনি তোমাব দুশোবছব পবমায়ুর যজ্ঞ সুসম্পন্ন কববেন।

রত্না। (হাসিযা) দুশোবছব পবমাযু। আচ্ছা তুই বলতো শীলা, কী হবে অতদিন বেঁচে ? দুশোবছব ধবে শুধু বেঁচে থাকা ? বোগ নেই, শোক নেই, জবা নেই, মৃত্যু নেই—শুধু বেঁচে থাকা ! ভাল লাগে ?

শীলা। আমাব তো মন্দ লাগে না।

বত্না। কী জানি তুই কি দিয়ে গডা। কিন্তু আমার মনে হয় দিনেব পব দিন যাদুবিদ্যা দিয়ে মানুষেব সর্ব্বনাশ কবা ছাডা এই বাণীগিবীব আব কোন অর্থ নেই।

শীলা। ও কথা বলতে নেই বাণী। বিপ্রদেব যদি শোনেন, তবে আব বক্ষে থাকবেনা। জানোনা, আমাদেব আগেব বাণীকে তিনি কী শাস্তি দিয়েছিলেন ?

বত্না। কী শাস্তি ?

শীলা। কথায় কথায় তিনি একদিন বলেছিলেন—"এজীবন আমাব ভাল লাগেনা"। সে কথা অন্তর্য্যামী বিপ্রদেব জানতে পাবেন। তাব ফলে বাণীকে তিনদিন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহ্য কবতে হয়।

বত্না। তাঁব ভাল না লাগা তাতে কমেছিল ?

শীলা। সে কথা জানিনে—তবে তাবপব আব তিনি ও কথা বলেননি !

রত্না। বেশ, তবে আমিও আর বলবোনা। কিন্তু শীলা, মনে যখন একটা কথা ওঠে, তখন মুখে সেটাকে প্রকাশ না করলেও, মনের মধ্যে সে তার কাজ কিছু কম করে না। এই মানুষকে পশু করার ব্যবসা আর আমার ভালো লাগছেনা। যাক্ সে কথা, তুই গান গা। তোর গান শুনলে মনটা আমার ভালো থাকে। তুই গান গা।

[শীলা গাহিল]

জীবন নদীর স্রোতে ভেসে চলি নিশিদিন
গতির নেশায় মেতে শুধু চলা যতিহীন।
তীরের শ্যামল তরু ডাকে মোরে আয় আয়
সংসার ডাকে তার সুশীতল গৃহছায়—
সে ডাকে বুকের মাঝে কাঁদে বেদনার বীণ॥

শীলা। আমি এবার যাই দেবী। পুরোহিত বিপ্রদেব পূজায় বসবেন। আয়োজনের কোন ত্রুটি থাকলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি কি এখন প্রাসাদে যাবে?

রত্না। না। আমি পরে যাব। তুই যা।

[শীলার প্রস্থান। রত্না চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর প্রস্থান করিবার উদ্যোগে করিতেই পিছন দিক দিয়া চঞ্চল পদে জয়ন্ত একাকী প্রবেশ করিল। তাহার চোখে মুখে একটা অধৈর্য্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে প্রবেশ করিয়া রাণীর পিছনে গিয়া ডাকিল]

জয়ন্ত। রাণী।

[রাণী ফিরিয়া দেখিল জয়ন্ত। তাহার ললাটে ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে তাহা মিলাইয়া একটি প্রশান্ত প্রসন্নতায় পরিবর্ত্তিত হইল]

বত্না। যুবরাজ জয়ন্তকুমার।

জয়ন্ত। হ্যাঁ। আমি আবার এলাম। অনুগ্রহ ক'রে শুধু এইটুকু আমায় বলে দাও, দেশে ফিরে যাবার পথ আমাকে বলে দেওয়া হবে কিনা।

বত্না। যদি না বলে দেওয়া হয় তাহ'লে আপনি কি করবেন রাজকুমার ?

জয়ন্ত। সে পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। সে চেষ্টা করতে গিয়ে যদি প্রাণ যায় যাবে, কিন্তু অসভ্যদের মাঝখানে থেকে এ ভাবে কাল কাটাতে আমি পারবোনা। আমাদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়নি একথা সত্য, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে বন্দী করে রাখা হ'য়েছে। আমরা সভ্য দেশের লোক, এ ধরণের জীবনযাত্রায় আমরা অভ্যস্ত নই।

বত্না। বার বার আমাদের অসভ্য সম্বোধন করে যদি আপনার বন্দীত্বের যন্ত্রণার লাঘব হয়—আমি তাতে প্রতিবাদ করবো না রাজকুমার। কিন্তু—দেখুন না চেষ্টা ক'রে পথ যদি খুঁজে বার করতে পারেন !

জয়ন্ত। দেখেছি। আজ সাতদিন ধরে এই রাজ্যের চতুঃসীমা, আমরা তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কোন খানেই—

রত্না। তার অস্তিত্ব মেলেনি—না? অথচ সে দুর্লভ পথ আছে এই ঘরে, আমার মুঠোর মধ্যে।

জয়ন্ত। এই ঘরে!

রত্না। হাঁ রাজকুমার এই ঘরে। আমার একটি মাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সেইপথ এখুনি আপনার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে,—আপনারা সভ্য সুশিক্ষিত হয়েও সাতদিন ধরে যার আভাষ মাত্র পাচ্ছেন না। দেখতে চান?

জয়ন্ত। হ্যাঁ।

[সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় আলো নিভিয়া গেল এবং গুহার দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়াল সরিয়া গেল। চন্দ্রালোকিত উজ্জ্বল পথ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দেখা গেল, একটি পথ বিস্তৃত প্রান্তর বাহিয়া পর্ব্বতের উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুদূরে মিলাইয়া গেছে]

জয়ন্ত। (চীৎকার করিয়া) ওইতো আমাদের ফিরে যাবার পথ! ওই সেই চন্দ্রমৌলি পর্ব্বত, যার বুক বেয়ে নেমে এসেছে উৎপলা নদী। ওইসেই মহাবট, প্রান্তর অতিক্রম ক'রে ক্লান্ত পথিক যেখানে বসে বিশ্রাম করে। রাণী! রাণী! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। পেয়েছি—আমি পথ পেয়েছি!

[সম্মুখের আলো জলিয়া উঠিতেই পথের দৃশ্য মিলাইয়া গেল]

রত্না। (হাসিয়া) পথ পাননি রাজকুমার। আনন্দে অধীর হবেন না। যে পথ আছে আমার মুঠোর মধ্যে, সে পথ আপনি পাবেন কী ক'রে?

জয়ন্ত। আমি চিনে নিয়েছি, আর আমাকে আটকে রাখতে পারবে না বাণী। পথ আমি চিনে ফেলেছি।

রত্না। আমার ঘর থেকে যখন পথকে দেখেছেন—তখন পথকে ঠিক দেখেছেন, কিন্তু পথে নেমে দেখতে গেলেই দেখবেন —সে পথ আপনি বিপথে গেছে।

[জয়ন্তর চোখ জ্বলিয়া উঠিল]

জয়ন্ত। তার মানে আমরা যেতে পারবোনা ?

রত্না। না।

জয়ন্ত। তুমি অনন্ত কাল এইভাবে আমাদের বন্দী ক'রে রাখতে চাও ?

রত্না। অনন্তকাল নয়—আর কয়েকঘণ্টা মাত্র। আজই শেষরাত্রে মহাকালীর পূজায় আপনাদের মানব জন্মের উপর যবনিকা পড়বে।

জয়ন্ত। (স্তম্ভিত হইয়া) অর্থাৎ আমাদের পশু ক'রে রাখবে ?

রত্না। হ্যাঁ।

(জয়ন্ত কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া কী ভাবিল)

জয়ন্ত। আচ্ছা বাণী, এতে তুমি কী আনন্দ পাও, বলতে পারো ?

রত্না। আনন্দতো পাইনে রাজকুমার—এ আমার কর্ত্তব্য।

জয়ন্ত। কিন্তু এ কেমন কর্ত্তব্য ? যে কর্ত্তব্য পালন করতে মানুষের মনে উৎসাহ আসেনা, উদ্যম আসেনা, যে কর্ত্তব্য কোমল হৃদয়বৃত্তিকে ক্রমাগত সংহার করতে থাকে, যার মধ্যে প্রেরণা নেই, অনুভূতি নেই, যার কোন ভবিষ্যৎ নেই—দিনের পর দিন ধরে তা' তুমি পালন করছো কেন ?

রত্না। গুরুর আদেশ।

জয়ন্ত। কে তোমার গুরু ?

রত্না। পুবোহিত বিপ্রদেব। তিনি শুধু আমাব গুরুই নন,—সমস্ত জাতিব গুরু। যুগেব পব যুগ তিনি বেঁচে থেকে এবাজ্যেব বাণীকে দিয়ে এই কাজ কবাচ্ছেন। তিনি অজব-অমব-অক্ষয়। কিন্তু এ সব কথা আপনাব সঙ্গে আলোচনা ক'বে আমি অপবাধ কবলাম। আপনি এখান থেকে যান বাজকুমাব—আপনি যান।

জয়ন্ত। না, আমি যাবোনা। তোমাব এত রূপ—এত গুণ, এই অসভ্য রাজ্যে স্ব মহিমায় তুমি উজ্জ্বল হ'য়ে বয়েছো। এখানে এসে একমাত্র তোমাব সঙ্গে কথা ক'য়েই আমি আনন্দ পেয়েছি। বিধাতাব দুর্লভ দান তোমাব ওই রূপ—এদেব মাঝে থেকে তাব কী মর্য্যাদা তুমি পেযেছ ? তোমাব ওই সুন্দব হাত দুখানি দিয়ে কেবল কি ধ্বংসই কববে—সুন্দব কিছু সৃষ্টি কববে না ?

বত্না। (বিচলিত ভাবে) এসব আপনি কি বলছেন বাজকুমার ? আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, ঘবে গিযে বিশ্রাম করুনগে।

জয়ন্ত। ও কথায় আজ আব আমাকে ভোলাতে পাববেনা বাণী ! আমি তোমাব মধ্যে লক্ষ্য কবেছি শাশ্বত কালেব নাবীকে। যে মানুষকে পশু কবতে ভালবাসেনা, বাজত্ব যার ভাল লাগে না, যে চায় মানুষেব সঙ্গ, মানুষেব প্রেম, সমাজ, সংসাব, সন্তান...সেই নাবী তোমাব অন্তরেব অন্তবালে বসে বাত্রিদিন কাঁদছে। কুহকিনী। আমি তোমায় চিনতে পেবেছি।

রত্না। না—না আপনি আমায় চিনতে পারবেন নি। আপনার এসব প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই। একটু পরেই আমাকে মহাকালীর পূজা-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে হবে, এ সময় আমাকে বিরক্ত করবেন না। যান—যান—আপনি যান।

জয়ন্ত। আমার কথার সামান্য প্রতিবাদ করতেও তোমার গলা কাঁপছে রাণী—তবু তুমি বলতে চাও—তুমি কুহকিনী, তোমার কর্ত্তব্য পালন করেই তুমি সুখী?

রত্না। কে?

নেপথ্যে রক্ষী। আমি রক্ষী দেবী।

রত্না। এসো। কী খবর?

রক্ষী। কাঞ্চী থেকে যুবরাজ জয়ন্ত কুমারের ভাই অজয়কুমার এসেছেন, রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রত্না। যুবরাজ জয়ন্তকুমারের ভাই! তিনিও এসেছেন? বেশ। তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস রক্ষী!

[রক্ষীর প্রস্থান]

জয়ন্ত। অজয় কেন এলো? তার তো এসময় মৃগয়া-ভ্রমণের কথা নয়। তবে?

[অজয়কুমার ও মন্ত্রীর প্রবেশ। মন্ত্রীর হাতে রাজমুকুট]

অজয়। কোথায় রাণী? একি! দাদা! তুমি এখানে? আমরা যে তোমারই খোঁজ করতে এখানে এসেছি!

জয়ন্ত। কী হয়েছে অজয়?

অজয়। তুমি মৃগয়ায় বেরোবার পরদিনই বাবার মৃত্যু হয়। সমস্ত রাজ্য রাজাশূন্য। মন্ত্রী মশায় মুকুট নিয়ে এসেছেন,

তোমাকে যেখানে পাবেন, সেখানেই তোমাকে অভিষিক্ত করবেন।

জয়ন্ত। বাবার মৃত্যু হয়েছে? (স্তব্ধ হইয়া গেল)

[মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া জয়ন্তের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিল। তারপর জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল।]

(অজয় ও মন্ত্রী উভয়ে) মহারাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক।

মন্ত্রী। মহারাজ জয়ন্ত কুমার, আজ থেকে আমরা ও কাঞ্চি রাজ্যের সমস্ত প্রজা আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি।

জয়ন্ত। আমি এই পবিত্র মুকুট শিরোধার্য্য ক'রে শপথ করছি যে আজ থেকে কাঞ্চি রাজ্যের প্রজাদের সুখ সুবিধা ও নিরাপত্তার আমি লক্ষ্য রাখবো, তাদের অসম্মানকে নিজের অসম্মান মনে করবো, তাদের আপদ বিপদকে নিজের মনে ক'রে প্রাণ দেব। এবং এই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আজ থেকে শ্রীমান অজয়কুমার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন।

অজয়। আপনার আদেশ মাথায় ক'রে নিলাম মহারাজ।

মন্ত্রী। মহারাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক।

[রত্না এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। এইবার ইহাদের মাঝখানে আসিয়া কহিল।]

রত্না। মহারাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক! মহারাজ, আপনার রাজকার্য্য পরিচালনা শেষ হয়েছে কি?

[এই কথায় জয়ন্তকুমারের মন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।]

জয়ন্ত। ও। (মাথা হইতে মুকুট নামাইযা মন্ত্রীর হাতে দিল) মন্ত্রী, আমাব এই মুকুট আপনি রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এখন আমাব যাওয়া হবেনা, যতদিন না ফিবি ততদিন আমাব পক্ষ থেকে যুববাজ অজযকুমাব বাজ্য পবিচালনা করবেন।

বত্না। তাবও সুবিধে হবেনা মহাবাজ। কেননা মহাকালীব পূজায আপনাব ভাই এবং মন্ত্রী মশায় উভয়কেই দবকাব হবে।

জয়ন্ত। সেকি।

বত্না। হ্যাঁ।

জয়ন্ত। তোমাব কাছে আমি ওদেব প্রাণ ভিক্ষা কবছি বাণী!

বত্না। না।

[বত্না চলিযা যাইতে লাগিল। বিপদের আশঙ্কায জযন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল।]

জয়ন্ত। বাণী! আমাব কথা শোন।

[বাণী চলিযা যাইতে লাগিল]

জয়ন্ত। বাণী! (বাণী থামিলনা)

জয়ন্ত। বত্না!

[বিদ্যুৎবেগে বাণী ফিবিযা চাহিল। স্থিব দৃষ্টিতে সে জযন্তর মুখেব দিকে কিছুক্ষণ চাহিযা থাকিযা শান্ত কণ্ঠে ডাকিল]

বত্না। বক্ষী! (বক্ষীব প্রবেশ) মহাবাজ জযন্ত কুমাবেব ভাই আব মন্ত্রী মহাশযকে বাজ্যেব বাহিবে বেখে এসো।

[এই বলিযা সে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইল। জযন্ত বিমূঢ়ের মত সেইদিকে চাহিয়া বহিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাহাড়ের ভিতর দিয়া গ্রাম্য পথ। পুষ্প-পাত্র ও ফুলের সাজি হাতে করিয়া তিন চারিটি বালিকা প্রবেশ করিল]

যৌবন গান গাও যৌবন গান
যৌবনে মধুকর গুঞ্জবে তান,
গাও যৌবন গান।
প্রান্তবে কান্তাবে কান্ত এলো
কুঞ্চিত কুন্তলে কুন্দ দে লো,
অবণ্যে নবীনেব চলে অভিযান।
পুষ্পিতা বনে বনে ছন্দ লাগে
যেন কোন বিবহিনী বাসব জাগে
মিলনেব শিহবণে ভাঙ্গে অভিমান।

১ম বালিকা। ভেড়া চবাতে আব ভাল লাগে না ভাই। যখনই মনে হয় এই ভেড়াগুলো একদিন মানুষ ছিল—

২য় বালিকা। চমৎকাব এদেব রূপ ছিল—

৩য় বালিকা। মিষ্টি এদেব কথা ছিল—

১ম বালিকা। তখন মনটা কেমন খাবাপ হ'য়ে যায়।

২য় বালিকা। মনে হয এগুলো মানুষ থাকলে এই ভর-দুপুরে দু চাবটে মনের কথা বলা যেতে পাবতো—

৩য় বালিকা। একটুখানি হাসি তামাসা—

৪র্থ বালিকা। দু একটা গানও গাওয়া চলতো।

১ম বালিকা। কিন্তু সর্ব্বনেশে বুড়োটাব জন্যে কিছুই কববার উপায় নেই।

২য় বালিকা। জানতে পাবলে মেরেই ফেলবে।

৩য় বালিকা। নিজে তো বিয়ে টিয়ে করেনি, আমাদেব মনেব ব্যথা ও বুড়ো কেমন ক'রে জানবে বল্‌তো ?

১ম বালিকা। তাতো বটেই। আচ্ছা ভাই, বাণীব ওই যাদুদণ্ডটা কোথায় থাকে বলতে পাবিস ?

২য় বালিকা। ওরে বাবা ! সে নাকি শুনেছি বাণীব পুজোব মন্দিরে থাকে!

৩য় বালিকা। সেখানে যাওয়া আর যমেব বাড়ী যাওয়া একই কথা।

১ম বালিকা। আহা ! আজ যে কতগুলো লোককে ভেড়া বানাবে তার আব ঠিক নেই। মানুষগুলোর কী রূপ ভাই ?

২য় বালিকা। সবগুলোই বাজপুত্র কি না।

৩য় বালিকা। আচ্ছা বাণীর কি একটু দয়া মায়া হয় না ?

১ম বালিকা। বাণীব দয়া হ'লে তো চলবে না। পুরুত ঠাকুবের দয়া হওয়া চাই।

২য় বালিকা। তাতো বটেই। বাণীতো তাঁব হাতেব পুতুল।

১ম বালিকা। না ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে এ সব কথা বলা ঠিক নয়। যদি পুরুত ঠাকুবেব কাণে যায় তা হ'লে আব রক্ষে থাকবে না।

[নেপথ্যে শীলার গান শোনা গেল]

১ম বালিকা। ওই শীলা দেবী আসছেন। চল পালাই। আমাদের এখানে জটলা কবতে দেখলে উনি চটে যাবেন। চল্‌ পালাই।

২য় বালিকা। চল্‌ চল্‌।

[গ্রাম্য বালিকাগণের প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান গাহিতে গাহিতে শীলা প্রবেশ করিল]

—শীলার গান—

পাহাড তলীর ঝর্ণা ধাবায়
যে গান বাজে—
সে গান আমায় পাগল কবে
সকল কাজে।
বাতেব ঘুমে সে গান শুনি
অসম্ভবেব স্বপন বুনি
অন্তবে তাব কলধ্বনি
ফুবায় না যে !
ঝর্ণা বলে "ঘব না বেঁধে চলো",
সে ডাক শুনে নয়ন ছলো ছলো।
বাজায় বাঁশী দূবেব বঁধু
উছলে ওঠে সুরেব মধু
ঝর্ণা চলে ধর্ণা দিতে
সাগব মাঝে।

[গানের শেষে সুন্দর প্রবেশ করিল]

সুন্দর। ওগো। ও-ইয়ে হযেছে—অসভ্য মহিলা।

শীলা। বাজসখা। কী বলছেন ?

সুন্দব। না বলিনি কিছু। তবে ইয়ে হয়েছে—তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস কবার বাসনা ছিল।

শীলা। বলুন।

সুন্দব। বলবো কি ?

শীলা। বলুন না।

সুন্দব। আচ্ছা ভাই, খামোখা মানুষগুলোকে তোমরা ভেড়া ক'বে রাখো কেন? ওতে তো দু পক্ষেবই অসুবিধে হয়।

শীলা। কেন?

সুন্দব। কেন না মানুষটা ভেড়া হ'য়ে মানুষও থাকে না, ভেড়াও হয় না। আর তোমবা মানুষও পাও না ভেড়াও পাও না—এটা কি ভাল?

শীলা। কেন? আমাদেব তো বেশ ভালই লাগে।

সুন্দব। তোমাদেব ভাল লাগতে পাবে, কিন্তু আমাদের খুব খারাপ লাগে। কাবণ সাধ ক'রে ভেড়া হ'তে আব কে চায় বলো? কথা বলতে বলতে ব্যা ব্যা সুরু কববো, এটাতো দেখতেও ভাল নয়, শুনতেও ভাল নয়। অথচ মজা দেখ—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ আমাদেব ভেড়া হ'তে হবে।

শীলা। কী কবা যাবে বলুন। পুবোহিত বিপ্রদেবের আদেশ।

সুন্দব। তিনি একটি গরু। নইলে মানুষকে ভেড়া কবতে চান? থাক সে কথা থাক। তোমাকে একটা গোপন কথা বলবো?

শীলা। বলুন না।

সুন্দব। তুমি ভাই বড় সুন্দবী! তোমাকে দেখা অবধি মনেব মধ্যে যে আমাব যে কী বকম ছল্ ছল্ কবছে তা, এক ভগবানই জানেন। (চুপিচুপি) আচ্ছা—এদেব বাইবে যাবাব বাস্তাটা কোন দিকে বলতো?

শীলা। সে তো আমি জানিনে।

সুন্দব। এই দেখ। জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বললে ভাই? তুমি সব জান—আব এটা জানোনা?

শীলা। জানলেও আমি আপনাকে তা বলবো কেন ?

সুন্দব। আমি তোমাকে ভালবাসি বলে !

শীলা। কী ?

সুন্দব। না—না—আমি তা বলিনি। আমি বলছি—ইয়ে হয়েছে—তোমাকে দেখে আমাব মন ছল ছল ক'বে কিনা —তাই—

শীলা। তাই বলে আমি আপনাকে গোপন পথটা বলে দেব ? আপনাব সাহসতো কম নয় ? আমি যদি বাণীকে একথা বলে দিই।

সুন্দব। আবাব বাণী কি হবে ? তোমাতে আমাতে কথা—এব মধ্যে আবাব বাজা উজীব টেনে আনছো কেন বাবা ?

শীলা। আব কখনো এমন কথা বলবেন না বলুন ?

সুন্দব। আব কখনো বলবো কেমন ক'রে,—আজ বাত্রে যদি ভেডা হ'য়ে যাই—তবে ব্যা ব্যা ছাডা আর তো কোন কথা বেরুবেনা। তাই মানুষেব কথা শেষবার বলে নিচ্ছি।

শীলা। পথ ছেড়ে দিন। আমি যাই।

সুন্দর। তা যাও। কিন্তু আব একটা কথা বলবো।

শীলা। আবাব কি কথা ? বলুন !

সুন্দর। বলছি যে তোমাকে দেখে এমনিতেইতো ভেড়া বনে গেছি। ভেডাব চেহাবাটা আর নাই বা দিলে ভাই !

শীলা। সে সব কথাব আমি কিছু জানিনে—আপনি বাণীকে বলবেন।

[প্রস্থান]

সুন্দব। আব বাণীকে বলেছি। এক ঘণ্টা বাদেই ভেডা হ'য়ে

ব্যা ব্যা ক'বে বাণীকে কী বলবো ? ভদ্রলোকের ছেলে বিদেশে এসে ভেড়া বনে গেলাম। এবপর আত্মীয়স্বজন এলে কি আব চিনতে পাববে ? তারাও চিনতে পাববে না—আব আমিও কথা বলে চেনাতে পারবনা। হায়রে ! কিন্তু এ দেশেব মেয়েগুলো বড় সুন্দবী ! কিন্তু ভেড়াব বসবোধ তো কেউ বুঝবে না। যাই মন্দিবেব দিকে যাই। ভেড়া যখন হতেই হবে— ওঃ ! কত ভেড়াই যে আগে খেয়েছি—তাদেব অভিশাপ আজ লেগে গেল। কে যে কোন্‌দিন খোঁয়াড় থেকে বাব ক'বে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাচাং ক'বে কেটে ফেলবে—ওবে বাবাবে,—তখন গবম মশলাব সঙ্গে সুন্দবেব সুন্দব গন্ধ ছাড়বে ! হায়বে হায়।

(কাঁদতে কাঁদিতে প্রস্থান করিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[পর্ব্বতগাত্রে মহাকালীর সুবিশাল মন্দির। মন্দিরের মধ্যে মহাকালীর বিরাট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। সম্মুখে বসিয়া পুরোহিত বিপ্রদেব পূজা করিতেছেন। সোপান শ্রেণীর উপর রাণী বত্না কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া আছেন। তন্নিম্ন সোপানে শীলা অনুরূপ ভঙ্গীতে বসিয়া। নিম্নের সমতল ক্ষেত্রের একদিকে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া কয়েকজন রাজপুত্র ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ, তাহার মধ্যে জয়ন্ত ও সুন্দর আছেন। অন্যদিকে রাজ্যের বন্দীগণ ও সেনাপতি বজ্র সেন। সোপানের তলদেশে কতকগুলি পাহাড়ী বালিকা। সমস্তই অত্যন্ত নিস্তব্ধ কেবল পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাইতেছে। সকলেই যেন কী একটা বিপদের প্রতীক্ষা করিতেছে।]

ধ্যান মন্ত্র

মহামেঘ প্রভাং দেবীং কৃষ্ণ-বস্ত্র পিধায়িনীম্।
লোলজিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্॥
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
ত্ম্যং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিষেদুষীম্।
পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্ত বনমালাং মহোদরীম্॥
সহস্রফণসংযুক্ত মনন্তং শিবসোপরি
চতুর্দ্দিক্ষুনাগফণা বেষ্টিতং গুহ্যকালিকাম্॥

[এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেই হঠাৎ মহাকালীর হস্ত হইতে খড়্গখানি ঝন্ ঝন্ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। পুরোহিত চমকিয়া চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

বিপ্রদেব। একি। এ সর্ব্বনাশ কেন হল? মা-মা-মা!

[একটু পরে দরজার উপর বিপ্রদেবের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি বিচলিত দৃষ্টিতে সমাগত জনতার দিকে চাহিয়া বলিলেন]

মহাকালীর হাত থেকে খড়্গ মাটিতে পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই এরাজ্যে কোন পাপ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই কে এ পাপ করেছে?

(সমবেত জনতা চুপ)

রাণীর দুইশত বৎসর পরমায়ু কামনায় আমি যে যজ্ঞ করছিলাম, আজ তার শেষ দিন। তার মধ্যে কেন এই ব্যাঘাত? চুপ ক'রে থাকলে চলবে না—আমার কথার উত্তর দাও। পাপ স্বীকার না করলে আমি তোমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি করবো। সে ক্ষতির যন্ত্রণা তোমরা সহ্য করতে পারবে না। উত্তর দাও—উত্তর দাও।

[একপা একপা করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে লাগিলেন। রাণীকে অতিক্রম করিয়া তিনি শীলার নিকট গিয়া থামিলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন]

বিপ্রদেব। শীলা!

শীলা। (কাঁদিয়া) আমি কিছু জানিনে গুরুদেব। কাব পাপে আজকে আমাদেব এই যজ্ঞায়োজন পণ্ড হ'ল, আপনি তার নাম বলে দিন, আমবা প্রতিশোধ নেবো।

বিপ্রদেব তুমি কিছু জান না?

শীলা। না গুরুদেব।

বিপ্রদেব হুঁ। নাম অবশ্য আমি নিশ্চয় বলবো। কারণ সেই পাপী যতবড শক্তিমান হোক না কেন, বিপ্রদেবেব কাছে তাব নিস্তাব নেই।

[অগ্রসব হইলেন]

বিপ্রদেব। (মেযেদেব) তোবা কিছু জানিস?

একটিমেয়ে। না গুরুদেব।

বিপ্রদেব। এই নবাগত বাজপুত্রদেব মধ্যে কোন লোককে তোদেব সুন্দব বলে বোধ হয়েছে?

অন্যমেয়ে। না গুরুদেব।

[এই সময়ে বাণী রত্না উপব হইতে ভীত দৃষ্টিতে বিপ্রদেবের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইলেন]

বিপ্রদেব। বজ্রসেন।

বজ্রসেন। গুরুদেব।

বিপ্র। তুমি কোন খবব রাখো?

বজ্র। না গুরুদেব। শীলাদেবীব মত আমিও বলছি আপনি অনুগ্রহ কবে তাব নাম বলে দিন, তারপর এই অপরাধের কী দণ্ড দিতে হয় তা' আমি জানি।

বিপ্র। হুঁ! নাম নিশ্চয় বলে দেব, একটু অপেক্ষা করো বজ্রসেন। এখনি সেই মহাপাপীকে আমি তোমাদেব সম্মুখে উপস্থিত কবছি।

[অগ্রসর হইয়া কুশলের কাছে গেলেন]

বিপ্র। তোমরা চাব বন্ধু?

কুশল। হ্যাঁ।

বিপ্র। আমাদের দেশেব কোন মেয়ের প্রতি তোমাদেব আকর্ষণ হয়েছে?

কুশল। না। তবে আমবা বাণী বত্নাব গুণমুগ্ধ।

বিপ্র। বাণীব প্রতি গুণমুগ্ধতা পাপ নয়, বাণীব রূপমুগ্ধ হ'য়েছো কিনা—তাই বলো!

কুশল। না।

বিপ্র। না! বেশ, তাহ'লে তোমবাও কোন পাপ কবোনি বলে মনে হচ্ছে। আমাব কাছে গোপন কববাব চেষ্টা করছো নাতো?

কুশল। না।

বিপ্র। মনে রেখো আমার কাছে গোপন ক'রে কোনই লাভ নেই। কেননা আমি ধ্যানে বসলেই সব কথা জানতে পাববো। আমি অন্তর্য্যামী। তা জানতো?

কুশল। জানি।

[বিপ্রদেব আগাইয়া গিয়া জয়ন্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন]

বিপ্র। তুমিতো কাঞ্চির যুবরাজ?

জয়ন্ত। না, আমি কাঞ্চীর মহারাজ!

বিপ্র। ও! তুমি মহারাজ? তা' মহারাজা হবার মত রূপ বটে তোমার। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, আমি তোমার আজকের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত। কিন্তু তুমি আমাদের কোন মেয়েকে দেখে প্রলুব্ধ হওনি তো?

জয়ন্ত। আজও আমার রুচির এতদূর অধঃপতন ঘটেনি।

বিপ্র। বটে বটে! তোমার সাহস আছে—কিন্তু সে দুঃসাহস, দুঃখের মধ্যে যার শেষ। আমাকে দেখে ভয় করছে না তোমার?

জয়ন্ত। কেন?

বিপ্র। আমি অন্তর্য্যামী বলে! আজ দেড়শো বছর ধরে আমি বেঁচে আছি আর তোমাদের মত সভ্য মানুষের সর্ব্বনাশ করছি। যাদুবিদ্যা দিয়ে আমি ত্রিলোক জয় করতে পারি তা জানো? তোমাদের মত বহু রাজপুত্র আমার পশু-শালায় নির্ব্বিঘ্নে কাল কাটাচ্ছে! আর একটু পরে তোমাদেরও সেখানে যেতে হবে—তবু ভয় করে না তোমার?

জয়ন্ত। না। মানুষকে পশু করার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই—আছে পশুত্ব। যুগ যুগ ধরে মানুষকে পশু ক'রে ক'রে আপনিও যে একদিন মানুষ ছিলেন, সে কথা আজ আপনি ভুলে গেছেন। আপনাকে ভয় না ক'রে দয়া করা উচিত।

বিপ্র। হুঁ। তোমার সুতীক্ষ্ণ স্পষ্টবাদিতায় আমি খুসী হলাম। কেন না সাহসী লোককে আমি ভালবাসি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমাদের কোন মেয়ে চঞ্চল হয়নি তো?

জয়ন্ত। সে কথা আপনাদেব মেয়েরা জানে আর আপনি জানেন। কিন্তু সত্যিই এ দুর্ভাগ্য ঘটলে আমি দুঃখিত হবো। কেন না যাদুকরেব জাতিকে আমি ঘৃণা কবি।

[বিপ্রদেব তাহার দিকে একবার চাহিয়া ফিরিয়া গিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন। তারপর রাণীর কাছে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। রত্না তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল]

বিপ্র। রত্না!

রত্না। গুরুদেব! (মাথা নত কবিল)

বিপ্র। মাথা তোল, চাও আমাব দিকে। (বত্না বহুকষ্টে মাথা তুলিল) বল, কে এই পাপ কবেছে?

বত্না। আমি জানি না গুরুদেব!

বিপ্র। (ধমক দিয়া) তুমি জান।

রত্না। গুরুদেব বক্ষা করুন! আমি জানি না।

বিপ্র। তুমি জান না?

রত্না। না।

বিপ্র। জয়ন্তকুমাবেব ভাই আব মন্ত্রীকে কে মুক্ত কবে দিয়েছে!

বত্না। আমি।

বিপ্র। কেন দিয়েছ? দেবীব চবণে নিবেদিত প্রাণীকে তুমি মুক্ত কবে দাও কোন অধিকাবে?

রত্না। তাবা তো নিবেদিত ছিল না। তা ছাড়া বাণীব কি কোন স্বাধীনতা নেই গুরুদেব?

বিপ্র। হুঁ! তুমি জান না কে পাপ কবেছে?

রত্না। না।

বিপ্র। আচ্ছা আমি এক্ষুনি তার পরীক্ষা করবো! তোল তোমার যাদুদণ্ড। তোল! (রাণী যাদুদণ্ড তুলিয়া লইলেন) চলো আমার সঙ্গে, নবাগত রাজপুত্রদের পশু করবে। এসো!

[নামিতে লাগিলেন]

রত্না। গুরুদেব! রক্ষা করুন! আমি আমি কোন অপরাধ করিনি।

বিপ্র। বেশ তো—তুমি কোন অপরাধ না ক'রে থাকলে আমি খুব খুসী হবো। কেন না রাণীর অপরাধ রাজ্যের পক্ষে গৌরবের বস্তু নয়। কিন্তু তার জন্য তোমার আজকের কর্ত্তব্যে তুমি অবহেলা করতে পারো না। এসো!

রত্না। গুরুদেব!

বিপ্র। রত্না, তোমার এই দ্বিধা দ্বিতীয়বার দেখলে আমি মনে করতে বাধ্য হবো যে আজকের পাপের জন্য তুমিই দায়ী?

রত্না। না গুরুদেব আমি যাচ্ছি।

বিপ্র। চলো!

[উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে লাগিলেন। রত্নার মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভীত মুখে বিপ্রদেবের মুখের দিকে চাহিল তার-পর বলিল]

রত্না। গুরুদেব!

বিপ্র। বলো!

রত্না মানুষকে পশু করতে আর আমার ইচ্ছে করছে না গুরুদেব।

আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আমি বুঝতেই পারছিনা এতে আমাদের কী স্বার্থ সাধিত হবে ?

বিপ্র। সে প্রশ্ন করবার তোমাব অধিকাব নেই বত্না। স্বার্থ আছে আমার সঙ্গে—জাতির সঙ্গে জড়িত। তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। বাণী ছাড়া আর কেউ এ কাজ কবতে পারবে না এই হচ্ছে নিয়ম, এবং সে নিয়ম তোমায় নির্ব্বিচাবে পালন কবতে হবে। চলো।

বত্না। কিন্তু আমি বুঝতেই পাবছি না গুরুদেব, যে এই সুন্দব মানুষগুলোকে পশু ক'বে বেখে আমাদের কী লাভ ?

বিপ্র। সুন্দব মানুষ! হুঁ! চলো!

বিপ্র। স্পর্শ কব, তোমাদের যাদুদণ্ড দিয়ে স্পর্শ কব।

[জয়ন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিলেন। রত্না ধীরে ধীরে জয়ন্তেব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুন্দর গিযা জয়ন্তব পশ্চাতে লুকাইল। সে ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না। বাণী আসিয়া জয়ন্তের সম্মুখে দাঁড়াইল]

বিপ্র। স্পর্শ কব—স্পর্শ কব।

[রাণীর যাদুদণ্ড উদ্যত হইয়া অবশেষে নামিয়া গেল। এইরূপ তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে সফল হইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে যাদুদণ্ড পড়িয়া গেল। বিপ্রদেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন]

বিপ্র। যা অনুমান কবেছি, ঠিক তাই ঘটেছে। শোন তোমরা! তোমাদের বাণীই আজকের এই পাপের অধিনায়িকা। মনে মনে তিনি মহাবাজ জয়ন্তেব প্রেমে পড়েছেন। তিনি

এই যুবকের রূপ, গুণ, আর স্বাস্থ্য দেখে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন। তোমাদেব বাণী! তোমাদেব ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী!

বজ্রসেন। রাণী!

শীলা। বাণী!

[বত্না অসহাযভাবে সকলের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল কাহারও মুখে ক্ষমা নাই। সে পুনরায মাথা নত করিল]

বিপ্র। কী উত্তব দাও! আমাব অনুমান সত্য কিনা?

রাণী। (ক্ষীণ কণ্ঠে) সত্য গুরুদেব।

বিপ্র। এবং এই সত্য তুমি গোপন করবাব চেষ্টা কবছিলে পাপিষ্ঠা! আমি তোমায় কী শাস্তি দেব আমিতো বুঝতে পাবছি না। আমাব এতদিনেব আয়োজন এত পবিশ্রম সব তুমি ব্যর্থ কবে দিলে! তুষানলে দগ্ধ কবলেও তো আমাব এ মনেব জ্বালা যাবে না।

বত্না। আমায় তুষানলেই দগ্ধ করুন গুরুদেব। আমি এই বাজ-কুমাবেব শৌর্য্য, বীর্য্য দেখে মুগ্ধ হযেছি। সহস্র লোককে আমি পশু কবেছি, তাবা সব মানুষ ছিল। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য কবলাম এই একটি মাত্র পুরুষকে, আপনার তেজে যে মহীয়ান হয়ে আমাব দিকে চাইলে। আমি যে নাবী, আমি তো তাকে অবহেলা কবতে পাবিনে গুরুদেব!

বিপ্র। তুমি পাপীয়সি! তুমি আমাব সব সাধনা ব্যর্থ কবেছো— তুমি আমাব সর্ব্বনাশ কবেছো! আমি তোমায় কী শাস্তি দেব? আমি—আমি তোমার কুহক শক্তি হবণ

কবলাম, আজ থেকে সাধারণ নাবীব মতই তুমি নগণ্যা।

বত্না। গুরুদেব। (বিপ্রদেবের পায়ের উপর পড়িল)

বিপ্র। দুব হযে যাও আমাব সম্মুখ থেকে। পাপীয়সি। তোমাব মুখ দেখলেও আমাকে পাপ স্পর্শ কববে। (লাথি মাবিতেই বত্না দূবে ছিটকাইয়া পড়িল) তোমাকে আমাব এ রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন কবলাম। কাল সকালে তোমাব ওই কলঙ্কিত মুখ যেন আমাকে না দেখতে হয়।

[বত্না পড়িয়া গিয়া ফুঁপাইযা কাঁদিতে লাগিল]

বিপ্র। শীলা। চলে এস। তোমবা সব ফিবে যাও নিজেব বাড়ীতে। কাল থেকে আমি নূতন রাণীব অনুসন্ধান কববো।

[সকলে নত মুখে প্রস্থান কবিল। রত্না সেই অবস্থায পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে জয়ন্ত আগাইযা আসিয়া বত্নাকে ধবিযা তুলিল]

জয়ন্ত। বত্না।

[বত্না উঠিযা দাঁড়াইল। সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার দুই চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে]

জয়ন্ত। বত্না!

বত্না। কী?

জয়ন্ত। চলো আমবা পালিয়ে যাই এদেশ থেকে?

বত্না। কোথায় যাবো?

জয়ন্ত। আমাব বাজ্যে। চলো আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

রত্না। পথ! পথ কোথায় বলতো? আমারতো—আমাবতো—মনে পড়ছে না!

জয়ন্ত। সেকি!

রত্না। সত্যি! বাইবে যাবার পথ আমাব মনে পড়ছেনা—আমাব মনে পড়ছে না। আমি ভুলে গেছি—আমি পথ ভুলে গেছি—আমি পথ ভুলে গেছি……

[জয়ন্তের বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ধীবে ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পুরোহিত বিপ্রদেবের কক্ষ। বিপ্রদেব ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতেছেন, মাঝে মাঝে জানালার কাছে গিয়া কী দেখিয়া আসিতেছেন। জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের বিশাল প্রান্তর ও দূরে দুর্গম পর্ব্বত শ্রেণী দেখা যাইতেছে। একটু পরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সহচর সোমদেব প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই বিপ্রদেব অগ্রসর হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন।]

বিপ্রদেব। কী সংবাদ সোমদেব?

সোমদেব। বত্না জয়ন্তকে ত্যাগ করতে সম্মত হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তাব এবং রাজকুমাবেব ওপব যথেষ্ট নির্য্যাতন হয়েছে—কিন্তু কিছুতেই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করা যাচ্ছে না।

বিপ্রদেব। জয়ন্ত কি বলে?

সোমদেব। তাবও ওই এক কথা। রত্নাব প্রেম আমি স্বীকাব ক'বে নিয়েছি, অতএব তাকে ত্যাগ কবতে পারবো না। তোমরা পথ বলে দাও, আমি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

বিপ্রদেব। চলে যাবে, তবে দেশে নয়। সোমদেব, আমি আমাদেব বাণীব এই অধোগতি দেখে লজ্জিত। এই সর্ব্বনাশা পবিণাম থেকে ওকে বক্ষা করতে হবে এবং আমি বক্ষা করবোও। বৃক্ষের অঙ্গ থেকে লতাব বন্ধন উন্মোচন কবতে সামান্য একটু নির্দ্দয়তাব প্রয়োজন হয়। বত্না আজ তার পরিচয় পাবে।

সোমদেব। কিন্তু আমার মনে হয়—

বিপ্রদেব। বলো। কী তোমার মনে হয়—

সোমদেব। আমার মনে হয় কাজটা সহজসাধ্য হবে না। কেন না বত্নার চোখে মুখে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠেছে—যা—

বিপ্রদেব যা মুছে ফেলা অসম্ভব? এই তো তুমি বলতে চাও? কিন্তু এতদিন আমার সঙ্গে বাস ক'রে এখনও কি তুমি আমাকে চিনতে পারো নি সোমদেব? ওর মধ্যে যে দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছো, তা আমারই সৃষ্টি। তোমার চোখে ও যতো অসাধারণই হোক না কেন, আমার চোখে রত্না সামান্যা নারী ছাড়া আর কিছুই নয়। আমিই ওকে রাণী করেছি —আমিই ওকে ভিখারিণী করবো। আমিই ওর মধ্যে জাগিয়েছিলাম যে মহিমময়ীকে, আমারই মন্ত্র বলে আবার সে নগণ্যা নারীতে রূপান্তরিতা হবে। কিন্তু সর্ব্বশেষ সর্ব্বনাশ সাধনের পূর্ব্বে ওর মন থেকে রাজকুমারের দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলবার চেষ্টা করবো।

সোমদেব আমার কর্ত্তব্য বলে দিন।

বিপ্রদেব। তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, তুমি পুনরায় ওদের কাছে গিয়ে এখানে ওদের নিয়ে আসবে।

সোমদেব এখানে?

বিপ্রদেব। হ্যাঁ এখানে। আমার এই ঘরের মধ্যে আমি তাদের মৃত্যু-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করে রেখেছি। হয় আমার কথায় সে রাজী হবে, অথবা মৃত্যু বরণ করবে।

সোমদেব মৃত্যু!

বিপ্রদেব। হ্যাঁ মৃত্যু। পুরোহিত বিপ্রদেবের বোষেব আগুন যখন একবাব জ্বলেছে, তখন কিছু ধ্বংস না ক'রে সে নিভবে না। মহাকালীব হাত থেকে খড়্গ মাটিতে পড়েছে; একটা ভযঙ্কব বিপদ আসন্ন। সেই অবশ্যম্ভাবী অজ্ঞাত বিপদেব সম্মুখীন হবার পূর্ব্বে, যাব পাপে সেই অমঙ্গল—তাকে আমি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'বে ফেলবো। আমাকে খুব নিষ্ঠুব বলে মনে হচ্ছে, না সোমদেব?

সোমদেব। না গুরুদেব।

বিপ্রদেব। হচ্ছে। হওয়া উচিত। তোমাব মত যুবকেব পক্ষে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেন না কর্ত্তব্য তোমাদেব মনে শিথিল। ফাঁকা ভাবপ্রবণতাব ভেলায় চড়ে জীবনটাকে তোমবা অতি সহজে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু তাতো হয় না, সোমদেব। জীবন-নদী সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ, তবঙ্গিত, আবর্ত্ত-সঙ্কুল, সেখানে তোমাব তবণী চালনা কবতে হ'লে চাই সতর্ক দৃষ্টি আব সুদৃঢ় মুষ্টি। পৃথিবীতে নিজেকে বক্ষা কবাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম্ম। তাব কাছে দু একটি প্রিয়জনেব মৃত্যু বড নয। বুঝেছ?

[সোমদেব মাথা নত করিয়া বহিল। সেই দিকে চাহিয়া বিপ্রদেব আবার বলিতে লাগিলেন]

বিপ্রদেব। আজ দেডশো বছব ধবে জবা-মৃত্যু অতিক্রম ক'বে, আমি এই সুন্দব বাজ্য গডে তুলেছি। এই বাজ্যেব ভাগ্য-নিয়ন্তা আমি। পব পব তিনজন রাণী নির্ব্বিবাদে বাজ্য শাসন ক'বে গেছে, কই, তাদেব বাজত্বকালেব মধ্যে মহাকালীর

পূজার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি ! কারণ তাদের মন ছিল লোহা দিয়ে গড়া, প্রেমের পথ ছিল সেখানে অবরুদ্ধ। রত্না সে দুর্ব্বলতা জয় করতে পারেনি, ফলে আজ তার এই অধঃপতন। আমার পরে মহাকালীর পুরোহিত হবে তুমি, তোমাকেও আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি সোমদেব—প্রেমকে কোন দিন জীবনে স্বীকার করো না।

সোমদেব। তাই হবে গুরুদেব।

বিপ্রদেব। হতভাগিনী রত্না, কত যে স্নেহ করতাম আমি ওকে, তা ও বুঝতে পারেনি বলেই আজ এই দুর্গতি। কিন্তু তার এই দুর্গতিতে আমি সুখী নই, বুঝলে সোমদেব—আমি সুখী নই।

[ধীরপদে প্রস্থান করিল। সোমদেব বিস্মিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। পিছন দিক দিয়া শীলা প্রবেশ করিল। সে সোমদেবের পিছনে দাঁড়াইয়া ডাকিল]

শীলা। সোমদেব !

সোমদেব। কে ? শীলা।

শীলা। ওদিকে চেয়ে কী ভাবছিলে ?

সোমদেব। ভাবছিলাম গুরুদেবের কথা।

শীলা। কী কথা ?

সোমদেব। গুরুদেব বলে গেলেন, রাণী যদি তাঁর কথায় জয়ন্তকে ত্যাগ করতে সম্মত না হন, তা'হলে রাণীকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

শীলা। খুব স্বাভাবিক। গুরুদেবের ক্রোধের হাত থেকে বাণীব আব নিস্তার নেই। অথচ—

সোমদেব। অথচ ?

শীলা। অথচ জয়ন্তকেও বাণী ত্যাগ কবতে পারবেন না।

সোমদেব। ত্যাগ কবতে পাববেন না ! কেন ?

শীলা। কেন, তা তুমি বুঝতে পাববে না সোমদেব। নাবীর জীবনেব স্বপ্ন তোমাদেব কাছে মবীচিকা হ'তে পারে, কিন্তু নারীব কাছে তাব সর্ব্বস্ব। এই স্বপ্নটুকু সফল করবার জন্য সে তাব লজ্জা-সম্ভ্রম অবধি বিসর্জ্জন দিতে পাবে, বাণীত্ব সামান্য কথা।

সোমদেব। কেন ? কী এমন মহামূল্য সম্পদ রয়েছে জযন্তেব মধ্যে শুনি, যাব জন্য বত্না তাব বাণীত্ব বিসর্জ্জন দিলে ?

শীলা। সে কথা তোমায় তো মুখে বলে বোঝাতে পারবো না সোমদেব। জয়ন্ত পুরুষ, পৌরুষেব প্রভায় সে সমুজ্জ্বল। আমাদের দেশে আছে অসংখ্য মানুষ, তাবা পুরুষ নয়, তাবা সব আমাদেব পুবোহিতেব দাস, শীতকালেব সাপের মত তাবা নির্জ্জীব-নিষ্ক্রিয়। এব মাঝে কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল জয়ন্ত, নিজেব অসামান্য পৌরুষেব দীপ্তিতে আমাদেব বাণীব চোখ সে দিল ধাঁধিয়ে। পুরোহিতেব আদেশে কুহকিনী বাণীব মধ্যে যে নাবীত্ব এতকাল ছিল সুপ্ত হ'য়ে, সে জেগে উঠে নিজেকে মনে মনে নিবেদন ক'রে বাখলো, ওই অজেয-অসাধাবণ পুরুষেব পায়ে।

সোমদেব। এই কি নাবীর স্বপ্ন নাকি ?

শীলা। এই নাবীব স্বপ্ন। পৃথিবীতে সে ধন চায় না, সম্পত্তি চায়

না, সম্মান চায় না, সে চায় দুখানি কঠিন সবল বাহু—যার ওপর মাথা রেখে সে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাতে পারবে, সে চায় লৌহ কবাটের মত একখানি বুক—দুর্য্যোগের দিনে সে যেখানে নিরাপদ হতে পারবে। সে চায় চাঁদের হাসি, ফুলের গন্ধ—সন্তানের হাসিভরা সংসার। রজনীগন্ধাকে কি বটবৃক্ষ করা যায় সোমদেব ?

সোমদেব তোমার কথায় আমি চিন্তিত হচ্ছি শীলা। পৌরুষের যে স্তবগান তুমি সুরু করেছো—তাতে এমন কথাও বলা চলতে পারে যে তুমিও রাজকুমারের প্রণয়মুগ্ধ।

শীলা। এখনও হইনি, তবে হ'তে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সোমদেব বটে। সংবাদটা তাহ'লে গুরুদেবের কর্ণগোচর করা আবশ্যক। কী বলো ?

শীলা। বেশ তো, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, গুরুদেবকে বলে দিও। আমি তাতে দুঃখিত হবো না।

সোমদেব কিন্তু দুঃখ পেতে হবে।

শীলা। মাথা পেতে নেবো সে দুঃখ।

সোমদেব এখন মনে হচ্ছে যাদু আমরা জানি নে, যাদু জানে এই সভ্য দেশের মানুষগুলো। কিন্তু এসব আলোচনা পরে করলেও চলবে,—কেন না এখুনি জয়ন্ত আর বত্নাকে এ ঘরে নিয়ে আসতে হবে।

শীলা। পুরোহিতের আদেশ ?

সোমদেব। পুরোহিতের আদেশ।

[সোমদেব প্রস্থান করিল। শীলা ধীরে ধীরে গাহিতে আরম্ভ হইল।

শাল বীথি যে ডাকছে তোমায়—
সেই লিপি আজ দিলেম লিখে—
জ্যোছনা ধারার সোনার রঙে
রঙিয়ে লেখার আখরটিকে।
আসবে তুমি আসবে বলো—
ফাগুন হেথায় উতল হলো
বন-বালিকা তাকায় পথে
তোমার আশায় অনিমিখে॥
সময় যেন যায়না ব'য়ে দেখো দেখো
আজকে তুমি এই কথাটি মনে রেখো।
হেথায় পরম আয়োজনে
রইনু বসে ব্যাকুল মনে—
মোদের শিরীষ পলাশ বকুল
বার হলো তাই দিকে দিকে।

[সুন্দরের প্রবেশ]

শীলা। আপনি এখানে এসেছেন কেন?

সুন্দর। ইচ্ছে ক'রে কি এসেছি? আসতে আসতে এসে পড়েছি। নইলে বাঘের গর্ত্তে কে আর সাধ ক'রে সেঁধোয় বলো?

শীলা। আপনি চলে যান—চলে যান। পুরোহিত বিপ্রদেব যদি আপনাকে দেখতে পান, তা'হলে আর রক্ষে থাকবে না।

সুন্দর। রক্ষে পাবার আর ইচ্ছে নেই আমার।

শীলা। কেন?

সুন্দর। পাখীকে আফিং খাইয়ে খাঁচাব বাইবে ছেড়ে দিয়েছো সুন্দরী—আব সে যাবে কোন চুলোয়? যেখানেই যাক— খাঁচার কাছে তাকে আসতেই হবে।

শীলা। আমবা কি আপনাকে আফিং খাইয়েছি নাকি?

সুন্দব। না—না তাকি আমি কি বলছি? আফিং খাওয়াওনি—ইযে হয়েছে—শুঁকিয়েছো। তাই ছেড়ে যেতে পাবছি না।

শীলা। আব আসবেন না। আপনাবা সভ্য দেশেব লোক—আমাদের সংস্পর্শে আপনারা যত কম আসবেন, ততই আমাদেব পক্ষে মঙ্গল। বন্ধুটিব অবস্থা দেখছেন তো?

সুন্দর। দেখছি বই কি! রাজা বাজডাব ব্যাপাব—বুদ্ধিব অগম্য। নইলে মনে কব বাজকুমাবেব মত বন্দী হ'তে কি আমাবও সাধ যায় না। কী কববো, উপায় নেই।

শীলা। কেন?

সুন্দব। বন্দী হতে গেলে এদেশেব কোন একটি মেয়ের আমাকে ভাল লাগা চাই, মহাকালীব হাতেব খাঁডাখানা মাটিতে পডা চাই—তবে আমি বন্দী হবো। মহাকালীব খাঁডা মাটিতে পডাব ভাবনা নেই, সে না হয় আমি নিজেই একদিন গিয়ে ফেলে দিয়ে আসবো, কিন্তু নিজেকে ভাল লাগাই কি করে! তাই তোমাব কাছে কাছে ঘুবি—যদি কোন দিন ভুলেও আমাকে তোমাব ভাল লেগে যায়। এই আশা।

শীলা। না—না এমন অবুঝের মত কথা বলবেন না। এদেশে ভাল লাগার মানেই মৃত্যু।

সুন্দব। আবে বাবা, সব দেশেই ভাল লাগার মানে মৃত্যু।

শীলা। তারপর পুরোহিত বিপ্রদেব দেশথেকে প্রেমের উচ্ছেদ করছেন, আজ তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখলে তিনি ক্ষেপে যাবেন।

সুন্দর। বেশ তো ক্ষেপে যাবেন—ক্ষতি কী ?

শীলা। তাঁর হাতে আছে অসীম দৈবশক্তি। সেই শক্তি বলে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের বিনাশ করতে পারেন। আমার অনুরোধ রাখুন—দেশে ফিরে যান। সভ্য দেশের হাজার হাজার মেয়ে আপনার প্রেম মাথায় ক'রে নেবে। অসভ্য মেয়ের চাইতে সভ্য মেয়ে শতগুণে ভাল নয় কি ?

সুন্দর। হয়ত ভাল। কিন্তু শীলা, সভ্য দেশের মেয়েরা হচ্ছে বারান্দায় সাজানো গাছ! একটুখানি জায়গায়, মালীর হাতের সামান্য জল পেয়ে, কোন রকমে মাথা তুলে কায়ক্লেশে দু একটি ফুল ফুটিয়ে তার জীবনলীলা শেষ হয়। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম গহন অরণ্যের গুরু গম্ভীর পটভূমিকায় উদ্দাম বন্যলতিকার অসামান্য প্রাণস্পন্দন। দেহের পাত্রে সে প্রাণ যেন উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে। তুমি আমাকে ভুলতে বলছো—চেষ্টা করবো, কিন্তু পারবো না। যাক্ আমি এখনি চলে যাচ্ছি। একটা অনুরোধ করবো ?

শীলা। বলুন !

সুন্দর। একটা গান শোনাবে ?

শীলা। এখানে ? কিন্তু পুরোহিতের আসার সময় হয়েছে। (সুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সুরে) আচ্ছা, আমি গাইছি—

(শীলার গান)

এবার মোদের যাত্রা সুরু সুনীল গগন তলে—
বন্দী বিহগ মুক্তি পেয়ে মুক্ত হাওয়ায় চলে।
যে কথা হায় হয়নি বলা—
তাই শোনাতে এ পথ চলা
কুমুদ আজি চাঁদের সনে গোপন কথা বলে।
হাল্কা মেঘের হাওয়ায় ভাসি আমরা উদাসী
সব পাওয়ারি ইঙ্গিতে কে বাজায় বাঁশী
পিছন পানে চাইবোনা আর—
ছন্দে গাঁথি সাতনরী হার—
গানের মালা আজকে প্রিয় পরিয়ে দেবো গলে॥

[গানের মাঝখানে সুন্দর বাহিরে চাহিয়া দেখিল বিপ্রদেব আসিতেছেন, সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল, শীলা সে কথা জানিতে পারে নাই, সে গাহিয়া চলিল। পুরোহিত প্রবেশ করিয়া গানটী শুনিলেন। গান শেষে তিনি ডাকিলেন]

বিপ্রদেব। শীলা!

শীলা। (চমকিয়া) কে? গুরুদেব! কখন এসেছেন?

বিপ্রদেব। কিছুক্ষণ। কিন্তু তোমার গানের ভাবার পরিবর্ত্তন হয়েছে শীলা। তা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে সঙ্গীতে তোমার এমন তন্ময়তা লক্ষ্য করিনি। আজ কি বিশেষ কোন্ কারণ ঘটেছে?

শীলা। না গুরুদেব।

বিপ্রদেব। দেশের সর্ব্বত্রই একটা অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছি। তুমি যেন এই সময় সেই অমঙ্গল বৃদ্ধির কারণ হয়ো না। তোমার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

শীলা। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করবো না গুরুদেব।

বিপ্রদেব। আর ওই রাজ-সহচরটিকে একটু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করো। অন্য রাজকুমারেরা চলে গেছে ?

শীলা। হ্যাঁ।

বিপ্রদেব। তা ওই বা চলে যাচ্ছে না কেন? ওকেও তো মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শীলা। ওর বন্ধুকে ছেড়ে যেতে রাজী নয়।

বিপ্র। তাহ'লে বন্ধুর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে দাও। এখনি তার ব্যবস্থা হবে। সোমদেবকে আমি পাঠিয়েছি তাদের এখানে আনতে—শুনেছ ?

শীলা। শুনেছি— গুরুদেব।

বিপ্র। হাঁ। আজই আমি একটা শেষ বোঝাপড়া করবো। এরকম রাণীহীন অবস্থায় রাজ্য থাকতে পারে না। তাতে প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে। তুমি তোমার মনকে শক্ত করো শীলা, কারণ রত্নাকে রাজী করতে না পারলে কাল থেকে এ রাজ্যের রাণী হবে তুমি।

শীলা। আমি !

বিপ্র। তুমি। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার আচার-ব্যবহার, তোমার বিচার-বুদ্ধি, কোন অংশেই রত্নার চাইতে কম নয়, তা' আমি লক্ষ্য করেছি। যাও, এখন বিশ্রাম করগে, এর পর

আমাকে একটা কঠিন কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। যে দৃশ্য তোমার দেখা উচিত নয়।

শীলা। আমি যাচ্ছি গুরুদেব।

বিপ্র। আর একটা কথা। বস্তা বা জয়ন্তের জন্য তোমার মনে যদি সামান্য করুণারও সঞ্চার হ'য়ে থাকে—তাকে প্রাণপণে দমন করবার চেষ্টা কর।

শীলা। তাই হবে গুরুদেব।

[বিপ্রদেবের পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল। বিপ্রদেব একজন রক্ষীকে ডাকিলেন। রক্ষী প্রবেশ করিল।]

বিপ্র। আমার কারণ-পাত্র নিয়ে আয়।

[রক্ষী চলিয়া গেল, বিপ্রদেব চিন্তিত মনে পায়চারী করিতে লাগিলেন। একটু পরে রক্ষী কারণ-পাত্র আনিল,—বিপ্রদেব উপর্য্যুপরি দুইবার পান করিয়া রক্ষীকে দিতেই সে তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। বিপ্রদেব আবার কয়েক বার পায়চারী করিয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন।]

বিপ্র। বল পাচ্ছিনা—বল পাচ্ছি না—কেবলই মনে হচ্ছে বস্তাকে আমি শাস্তি দিতে পারবোনা। কারণ পান করলাম—তবু সেই দুর্ব্বলতা আমাকে এসে আচ্ছন্ন করছে। না—প্রফুল্ল-রাখতে হবে—নিজেকে—প্রফুল্ল রাখতে হবে। কী করি—রক্ষী।

[রক্ষী প্রবেশ করিল]

বিপ্র। দেবদাসীদের এখানে আসতে বল। হাঁক'রে চেয়ে কী দেখছিস্? এখানে—এখানে। আমি গান শুনবো।

বক্ষী। যে আজ্ঞে।

(রক্ষীর প্রস্থান)

বিপ্র। এতকাল ধরে এত শিক্ষায় যাকে শিক্ষিতা করলাম—সে এক কথায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দিলে। পৃথিবীতে প্রেম কি এতই বড ? কী আশ্চর্য্য ! আমার তো মনে হয় প্রেম একটা মানসিক ব্যাধি। রুগ্ন-ক্ষীণ দুর্ব্বল লোক যে রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দেয়। প্রেম কী—প্রেম ?

[দেবদাসীগণের প্রবেশ]

এই তোরা গান গা। শক্তিময়ীর গা। গা। যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

[দেবদাসীদের গান]

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
শক্তিরূপা তুমি সর্ব্বভূতে
দনুজ দলনী ওই মহামায়া
লহ প্রণতি লহ প্রণতি মাগো লহ প্রণতি।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—
মাতৃরূপা তুমি সর্ব্বজীবে
কল্যাণী ওই মাগো রুদ্রজায়া
লহ প্রণতি ..... .
প্রসীদ দেবী রুদ্ররূপা
সান্ত্বনা যাচে মাগো শ্রীপদ ছায়া
লহ প্রণতি····

বিপ্র। না-না-না-শক্তি পাচ্ছিনে। মা-মা শক্তি দে মা-শক্তি দে—শক্তি দে।

[উন্মাদের মতন ভিতরে চলিয়া গেলেন সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীরাও প্রস্থান করিল]

[জয়ন্তকে লইয়া সোমদেব প্রবেশ করিল, এই কয়দিনে তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো। সোমদেবকে উত্তেজিত দেখা গেল।]

সোমদেব। আমি তোমায় এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—বল্লাকে তুমি ত্যাগ করবে কিনা?

জয়ন্ত। না।

সোম। তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

জয়ন্ত। আমি জানি মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। অতএব তার জন্য প্রস্তুত হবার প্রয়োজন নেই। তোমাদের হাতে আজ যদি আমার মৃত্যু হয়—আমি তাকে মুক্তি বলে মনে করবো।

সোম। তবু তুমি বল্লাকে ত্যাগ করবে না?

জয়ন্ত। না।

সোম। বল্লার প্রতি তোমার এই দুর্ব্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?

জয়ন্ত। দুর্ব্বলতা নয়—এ হচ্ছে রাজার কর্ত্তব্য। আর্ত্তকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম। তোমরা সকলে মিলে আজ যে ভাবে বল্লাকে নির্য্যাতন করছো, তাতে তার পাশে না দাঁড়ালে আমার পক্ষে ঘোর অধর্ম্মের কারণ হতো।

সোম। বত্নাকে প্রলুব্ধ কবা কি তোমাব ধর্ম্মসম্মত কার্য্য ?

জয়ন্ত। আমি বত্নাকে প্রলুব্ধ করিনি, সে নিজেই প্রলুব্ধা হয়েছে। কিন্তু এব জন্য তাকে আমি দোষ দিতে পাবি না। শৃগালেব বাজ্যে পশুবাজ সিংহের পদার্পণ—যদি শৃগালেব জীবন যাত্রায ব্যাঘাত ঘটায, তাব জন্যে কি দায়ী হবে পশুবাজেব বীবত্ব, না শৃগালেব ভীরুতা ?

সোম। তাব মানে পবোক্ষে তুমি আমাদেব শৃগাল বলতে চাও ?

জয়ন্ত। পরোক্ষে কেন, প্রকাশ্যে আমি সে কথা বলতে চাই যে তোমবা শৃগাল। নিজেব বাহু বলে বিশ্বাস নেই, তাই মন্ত্রেব মত ফাঁকা অসাড জিনিস দিয়ে তোমবা সুকৌশলে তোমাদেব কার্য্য সিদ্ধি কবতে চাও। মানুষকে ভাল বেসে কাজ উদ্ধাব কবতে পাবোনা, ভয পাইয়ে সে কাজ কবাতে চাও ?

সোম। বটে।

জয়ন্ত। তোমাদেব যতই দেখছি ততই আমাব ঘৃণা বোধ হচ্ছে। তোমবা কী ? অন্ধকাব কোটবে বসে প্রাচীন যুগেব মন্ত্র উচ্চাবণ কবে তোমবা মনে মনে সান্ত্বনা পাও, কিন্তু আমবা সভ্য যুগেব সুশিক্ষিত মানুষ—মন্ত্রে আমরা বিশ্বাস কবিনে।

সোম। এখনি তোমায় বিশ্বাস কবতে হবে। তার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

জয়ন্ত। তা হোক। মন্ত্র কাজ কবে তাদেবই ওপব, মন্ত্রে যাবা বিশ্বাস কবে। তোমাদেব ওই মন্ত্রেব কুহক আমাব কাছে নিষ্ফল।

সোম। অপেক্ষা কবো এখনি তাব প্রমাণ পাবে।

জয়ন্ত। অপেক্ষা করেইতো আছি। আজ সাতদিন তোমরা হাত দিয়ে চাবুক মেরেছো, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছো, কিন্তু মন্ত্র দিয়ে কোন কাজ করতে পারোনি।

সোম। আচ্ছা!

[প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেই রত্না প্রবেশ করিল—তাহার পিছনে পিছনে বিপ্রদেব।]

বিপ্র। আমার শেষ পন্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে আমি তোমায় অনুরোধ করছি রত্না, এই বিদেশীকে তুমি তোমার মন থেকে মুছে ফেলো। ভুলে যেও না যে তুমি এই রাজ্যের রাণী। তোমার এই অধঃপতন আজ রাজ্যের সকল নারীর মনে প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে বিদেশী সভ্যজাতি এখানে এসে প্রশ্রয় পাবে—রাজ্য ধ্বংস হবে। এই সুন্দর রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক্—এই কি তুমি কামনা করো?

রত্না। না গুরুদেব।

বিপ্র। তবে! ভেবে দেখ কত যুগের কত পরিশ্রমের ফলে আজকের এই রাজ্য গড়ে উঠেছে। তাকে তোমার দুর্ব্বল-বৃত্তির সাহায্যে বিনষ্ট করতে চাও? তাই বলছি এই দুর্ব্বলতা পরিহার করো! রাজা জয়ন্ত চলে যান তাঁর নিজের দেশে—আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি ওঁকে তোমার মন থেকে মুছে ফেলবে আমাকে কথা দাও।

রত্না। আমি তা পারবোনা গুরুদেব!

বিপ্র। কী পারবেনা? ওকে ত্যাগ করতে পারবেনা?

রত্না। না।

বিপ্র। কিন্তু—সেটা কি তোমার পক্ষে উচিত কাজ হবে রত্না ? রাণীর সম্মান কি তাতে বজায় থাকবে ?

রত্না। আমি তো আর রাণী হতে চাইনে গুরুদেব।

বিপ্র। কিন্তু—তুমি ইচ্ছে করলেই কাল থেকে তোমার রাণীর আসনে আবার গিয়ে বসতে পারো। বলো কী করবে ?

রত্না। আমি পারবোনা !

বিপ্র। কী পারবেনা ! ওকে ত্যাগ করতে ?

রত্না। হাঁ।

বিপ্র। বার বার তোমার মুখ থেকে—আমার দেশের নারীর মুখ থেকে একথা শুনে আমি খুসি হচ্ছিনা রত্না। কেন তুমি ওকে ত্যাগ করতে পারবেনা শুনি ?

রত্না। যে ঝরণাকে আপনারা এতকাল পাহাড়ের বাঁধনে বন্দী করে রেখেছিলেন, আজ সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছুটেছে সাগর লক্ষ্য ক'রে। আজ কোন শাসন কোন বাঁধন তো তাকে নিরস্ত করতে পারবেনা গুরুদেব !

বিপ্র। তবু তুমি ওকে চাও ?

রত্না। তবু আমি ওকে চাই।

বিপ্র। রাজা জয়ন্ত ! তোমাকেও আমি এই শেষবার প্রশ্ন করছি, রত্নাকে ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব কিনা। আজ সাতদিন ধরে তোমাদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন করেছি তাতেও তোমাদের মত পরিবর্ত্তিত হয়নি। আজ আমি আমার শেষ অস্ত্র তোমাদের প্রতি প্রয়োগ করবো। তার আগে তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই তুমি রত্নাকে ত্যাগ করতে সম্মত কিনা।

জয়ন্ত। না।

বিপ্র। না?

জয়ন্ত। না।

বিপ্র। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর জন্য আশা করি আমাকে দায়ী করবেনা।

[রত্না এই সময় জয়ন্তের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।]

রত্না। আমি আপনাকে একটি অনুরোধ করবো?

জয়ন্ত। বলো রত্না।

রত্না। আপনি দেশে চলে যান। বন্য নারীর স্মৃতি মন থেকে দুঃস্বপ্নের মত মুছে ফেলুন। আমার জন্য আপনার ওই অমূল্য প্রাণ নষ্ট করবেন না। আপনি ফিরে যান।

জয়ন্ত। না রত্না।

রত্না। যাবেন না ফিরে?

জয়ন্ত। না রত্না। আমাদের প্রেম যদি সত্যি হয়—সত্যি যদি তোমার মনে আজ অনির্ব্বাণ প্রেমের আগুন জ্বলে থাকে—তবে জেনে রাখো—ওই বৃদ্ধের সাধ্য নেই—তাকে মন্ত্র দিয়ে ধ্বংস করবার।

রত্না। একি আপনি সত্যি বলছেন!

জয়ন্ত। সত্যি বলছি। মন্ত্রের কুহক চলে অসভ্য মানুষের উপর, কিন্তু যে মানুষের মন জ্ঞান আর বুদ্ধির আলোতে উদ্ভাসিত—মন্ত্র সেখানে বিফল।

[বিপ্রদেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন]

বিপ্র। তোমার স্পর্দ্ধা দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি জয়ন্ত। মন্ত্রকে তুমি মিথ্যা বলতে চাও! কিন্তু থাক্—আজ এ প্রসঙ্গ

তুলবোনা। আমি তোমাদের মৃত্যুদণ্ডের অন্য ব্যবস্থা করেছি। সোমদেব!

সোম। গুরুদেব।

বিপ্র। এই ঘরের মাঝখানে একটি ছোট গহ্বর আছে, দেওয়ালের গায়ে ওই নিদর্শন স্পর্শ করলে সেই গহ্বরের ডালা উঠে আসবে। তার ভেতর আছে দুটি ক্ষুধার্ত্ত গোখরো সাপ। তুমি ঘরের জানলা দরজা চারদিক থেকে বন্ধ ক'রে দাও, তারপর এই ডালাটি খুলে দিয়ে এঘর থেকে প্রস্থান করবে। এ ঘরে থাকবে শুধু দুটি উপবাসী গোখরো—আর দুটী উপবাসী প্রেমিক-প্রেমিকা। বুঝেছ?

সোম। বুঝেছি গুরুদেব।

বিপ্র। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত রত্না। এখনও বলো জয়ন্তকে তুমি ত্যাগ করতে সম্মত কিনা।

রত্না। না।

বিপ্র। তুমি—জয়ন্ত?

জয়ন্ত। না।

বিপ্র। বেশ! সোমদেব!

[বিপ্রদেবের প্রস্থান]

[সোমদের ধীরে ধীরে দরজা জানালা বন্ধ করিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বোতাম টিপিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। মুহূর্তমধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড গোখরো সাপ গর্ত্ত হইতে গর্জ্জন করিয়া উপরে মাথা তুলিল। তাহাদের ফোঁস ফোঁস শব্দে ভীতা হইয়া রত্না ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তের বাহুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রত্না আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল]

রত্না। কেন তুমি ফিরে গেলেনা। কেন আমার জন্য তুমি তোমার অমূল্য প্রাণ দিচ্ছ।

জয়ন্ত। প্রাণের মূল্য আছে—কিন্তু প্রেম অমূল্য। রত্না—আমি তোমার অমূল্য প্রেমের স্পর্শ পেয়েছি। যা হবার হোক —কিন্তু তোমাকে আমি পেয়েছি। রত্না ! আমি তোমাকে পেয়েছি।

[সাপ দুইটি গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। জয়ন্ত ও রত্না নির্ব্বাক ভীত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল যবনিকা নামিতে লাগিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাঞ্চি রাজ্যের রাজপথ। কথা কহিতে কহিতে সুন্দর ও একটি পৌরজন প্রবেশ করিল। তাহারা উভয়েই আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে]

১ম পৌর। বটে! বটে! ব্যাপারটাতো তাহ'লে খুব সাংঘাতিক হয়েছিল। তারপর?

সুন্দর। তারপর—ভাই সেই সাপ দুটোতো গর্জ্জন করতে করতে এদের কামড়াতে এল। হঠাৎ দেখা গেল, একটা সরু সুতোয় বাঁধা একখানা ধারালো তলোয়ার ওপর থেকে নেমে আসছে।

১ম লোক। তারপর? তারপর?

সুন্দর। তারপর মহারাজ জয়ন্ত কুমারের হাতে তলোয়ার পড়লে যা হয়—তাই হ'ল। সাপই বা কে জানে আর সিংহই বা কে জানে—ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্।

১ম পৌর। ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্।

সুন্দর। একদম ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্। যাহোক সাপ দুটো মারা পড়তেই ঘরের দরজা খুলে গেল, দেখাগেল ঘরে ঢুকছে শীলা।

১ম পৌর। শীলা হ'ল কোন মেয়েটা—?

সুন্দর। আরে—সেই যে আমাকে যে—

১ম পৌর। ও হ্যাঁ। তারপর?

সুন্দর। শীলা ঢুকে বল্লে—আমিই ওপরের গবাক্ষ দিয়ে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আর আপনারা এক মুহূর্ত্ত দেরী

কববেন না, কাবণ পুরোহিত বিপ্রদেব আর সোমদেবকে আমি কাবণেব সঙ্গে ঘুমের ওযুধ খাইয়েছি—তাঁরা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিযে পডেছেন। এই সুযোগে আপনাবা পালিযে যান। আমি পথ চিনি, চলুন আমি আপনাদেব পৌঁছে দিয়ে আসছি।

১ম পৌর। ওঃ! আশ্চর্য্য মেযেতো!

সুন্দব। আশ্চর্য্য মেযে বে ভাই—আশ্চর্য্য মেয়ে। নইলে মনে কব —আমি হেন লোক—কী বলে—

১ম পৌব। তাতো বটেই—তাতো বটেই। তাবপব?

সুন্দব। তাবপব সেই বাজ্যেব শেয প্রান্ত অবধি সে আমাদেব সঙ্গে এলো, তাবপব থেমে গেল। বত্নাদেবী জিজ্ঞেস কবলেন—তুমি আমাদেব সঙ্গে যাবে না শীলা? শীলা কাঁদতে কাঁদতে বললে—"না বাণী! তোমাদেব পথ বলে দিয়ে আমি যে মহাপাপ করলাম—আমাকে তাব প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে।" এই বলে শীলাও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি।

১ম পৌব। তুমি কাঁদলে কেন?

সুন্দব। আমব্! ওই যে বল্লাম আমাব সঙ্গে তাব—

১ম পৌব। ও হ্যাঁ।

সুন্দব। আমাব বুক ভেঙ্গে গেছেবে ভাই—বুক ভেঙ্গে গেছে। দেহটাকে কোনরকম ক'বে টেনে নিযে এসেছি—কিন্তু মনটা থেকে গেল সেখানে।

১ম পৌব। কিন্তু একটা কথা ভাই আমাব বিশ্বাস হচ্ছেনা—

সুন্দর। কোন কথাটা? আমাব সঙ্গে তাব—

১ম পৌর। হ্যাঁ।

সুন্দর। তা' বিশ্বাস হবে কেন? সেইটাই সব চাইতে সত্যি ঘটনা কিনা। আমি জানি তোরা এসব বিশ্বাস করবিনে, বোকা কি আর গাছে ফলে? আমার চেহারা কত শুকিয়ে গেছে দেখেছিস?

১ম পৌর। কোথায় শুকিয়ে গেছে? তুমি তো ফুলেছ!

সুন্দর। ওরে ওটা স্বাস্থ্যের ফোলা নয়—বিরহের ফোলা। শীলার জন্য কাঁদছি আর ফুলছি, ফুলছি আর কাঁদছি—বুঝলি?

১ম পৌর। তুমি বলতে চাও—তার মত এমন একটা মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েছিল?

সুন্দর। নিশ্চয় প্রেমে পড়েছিল।

১ম পৌর। কী দেখে সে তোমার প্রেমে পড়লো শুনি?

সুন্দর। কী দেখে প্রেমে পড়লো? ও! কী দেখে তুই তোর বোনের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলি শুনি?

১ম পৌর। সে তুমি একটি সুপাত্র বলে।

সুন্দর। তুই সুপাত্র বলে বোনের বিয়ে ঠিক করতে পারিস—আর সে প্রেমে পড়তে পারেনা?

১ম পৌর। তবে তোমায় ছেড়ে যেতে সে রাজী হল কেন?

সুন্দর। ত্যাগ—ত্যাগ! ওরে হতভাগা ওর নাম হল গিয়ে ত্যাগ। আর আমি যে তাকে ছেড়ে থাকতে পারবোনা তা সে বেশ জানে, তাই আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

১ম পৌর। তুমি আবার যাবে নাকি সেখানে?

সুন্দর। যাবোনা! ওরে ভাই, তুই তো তাকে দেখিসনি।

দেখলে আব ফিবে আসা যায়না—ভেডা হয়ে থাকতে হয়।

১ম পৌব। তাহলে আমাদেব বাজাকেই তো ভাল বলতে হয়—কেননা—তিনি ফিবে এলেন আব বৌ সঙ্গে কবেই এলেন।

সুন্দব। বৌ সঙ্গে ক'বে আসাই কি খুব বাহাদুরী নাকি? শীলাও মহাবাণী হবে—জানিসতো?

১ম পৌব। হবে নাকি?

সুন্দব। হবে না? আমি দেবী কবছি কেন—বুঝতে পাবলি নে! শীলা মহাবাণী হবে—তাবপবই আমি গিযে একবাবে মহাবাজা সেজে বসবো। বুডো ব্যাটাকে দেব দেশ থেকে তাডিয়ে।

[দুইজন লোকেব প্রবেশ]

১ম লোক। এই যে সুন্দব! ফিবে এসেছ দেখছি।

সুন্দব। আসবোনা? যাওয়া আব আসা নিযেই তো সংসাব।

২য় লোক। তা' দেশটা কী বকম দেখলে?

সুন্দব। ভাল।

১ম লোক। শুধু ভাল?

সুন্দব। শুধু ভাল। যেদিকে চাও শুধু ভাল। তুমি ভাল আমি ভাল, পুরুষ ভাল স্ত্রীলোক ভাল, গাছপালাও ভাল—মরুভূমিও ভাল, যেতে পাবাটাও ভাল, ফিবে আসতে না পাবাটাও ভাল, পুবোহিতও ভাল মহাকালীও ভাল, কিন্তু সব চাইতে ভাল হচ্ছে শীলা।

২য় লোক। শীলা কে?

সুন্দব। এই দেখ! আবে বলছি কী এতক্ষণ ধরে? শীলা হ'ল

গিয়ে আমার—মানে আমি হলাম গিয়ে শীলাব ভালবাসার পাত্র।

১ম লোক। তুমি?

সুন্দব। হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়লে যে। বলি কথাটা কি অসম্ভব মনে হচ্ছে নাকি?

২য় লোক। হ্যাঃ! তোমাকে ভালবাসবে কীহে?

সুন্দব। কেন? গুরুব নিষেধ আছে নাকি?

১ম লোক। না তা নয়। তবে তোমাকে ভালবাসবে কীহে?

২য় লোক। কোন স্ত্রীলোক তোমায় ভালবাসবে না!

সুন্দব। তবে কি পুরুষে ভালবাসবে? বোকা কি আব গাছে ফলে? শুধু এই শর্ম্মার জন্য বুঝলে—শুধু এই সুন্দর শর্ম্মাব জন্যই তোমাদেব মহাবাজা আজ প্রাণ নিয়ে ফিবতে পেবেছেন।

১ম লোক। তা বেশ। স্বীকাব ক'বে নিচ্ছি সে দেশেব মেয়ে তোমায় ভালবেসেছিল। কিন্তু শুনেছি সে দেশে মানুষ গেলেই ভেড়া বানিয়ে বাখে, তোমায় ভেড়া কবেনি কেন?

সুন্দব। মমতায়—স্রেফ মমতায়। একদিন শীলা আমায় বললে যে আপনাব গলা যে বকম মিষ্টি, তাতে আপনাকে ভেড়া কবতে আমাব মন সবছে না। এই গলা দিয়ে আপনি ব্যা ব্যা ক'বে ডাকলে আমাব বড় কষ্ট হবে। এই বলে সে কাঁদতে লাগলো।

২য় লোক। আহা তাতো কাঁদবেই বড ভালবাসতো কিনা।

সুন্দব। বড়্ডো। (চোখ মুছিতে লাগিল)

১ম লোক। যাক সে কথা। এখন এদিকের ব্যাপারটা কী হবে বলতো ?

সুন্দর। কোনদিকের ?

১ম লোক। আমাদের মহারাজার ব্যাপার। কালতো তিনি নতুন রাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন।

সুন্দর। হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ?

২য় লোক। হয়নি কিছু। তবে আমরাতো এ পাগলামীর প্রশ্রয় দিতে পারিনে। তিনি অনার্য্য রাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন আর আমরা মাথা পেতে নেবো—এতো হ'তে পারে না।

সুন্দর। ঠেকছে কোথায় ?

১ম লোক। তবে কথাটা খুলেই বলি ভাই। আমরা আজ গিয়েছিলাম মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে। তাঁকে সব কথা বলতেই তিনি বললেন—তাওতো বটে। তোমাদের আপত্তি না শুনে রাজাতো সিংহাসনে বসতে পারেন না।

সুন্দর। তারপর ?

১ম লোক। তিনি আজ রাত্রে রাজাকে বোধ হয় সব কথা বলবেন। মানে এক কথায় আমরা আমাদের রাজাকে ওই বুনো মেয়েটাকে নিয়ে সিংহাসনে বসতে দেবোনা।

সুন্দর। তিনি যে ওকে ভালবাসেন।

১ম লোক। ভালবাসুন বাইরে বাসুন—আমাদের কিছু বলবার নেই।

২য় লোক। কিছু বলবার নেই।

১ম লোক। কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম উপেক্ষা ক'রে তিনি যা ইচ্ছে তাই করবেন—এ আমরা হ'তে দেবোনা।

সুন্দর। তা' বেশতো, তোমাদের আপত্তি মন্ত্রীমহাশয়কে জানিয়েছতো? আমাকে বলবার কোন দরকার নেই।

২য় লোক। তুমি তাঁর প্রিয় সহচব। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো যে এতে বাগ কববাব কোন কারণ নেই। কেন না এর চেয়ে আমাদের সাধাবণ ঘরেব কোন মেয়েকে রাণী কবলে আমাদেব কিছুই বলবাব থাকতো না। শুধু অনার্য্য বলেই না কথা।

সুন্দব। অনার্য্য মেয়ে তোমাদেব পছন্দ নয়?

৩য় লোক। পছন্দ অপছন্দেব কথা হচ্ছে না। এ হচ্ছে প্রজার কর্ত্তব্য। রাজা উন্মত্ত হয়েছেন বলে তো আমবাও উন্মাদ হ'তে পাবিনে।

সুন্দর। অনার্য্য মেয়ে দেখোনি তাই এখনও সুস্থ আছো, দেখলে আব দাঁড়াতে হতো না।

[একজন ঘোষকেব প্রবেশ]

ঘোষক। কাঞ্চিরাজ্যেব প্রজাপুঞ্জ! মহারাজ জয়ন্ত কুমাব মহাবাণীকে নিযে আগামী কল্য প্রাতঃকালে সিংহাসনে আরোহণ কববেন। এই উৎসবে তিনি তাঁব প্রজাবৃন্দেব উপস্থিতি কামনা কবছেন।

[ঘোষকের প্রস্থান]

১ম লোক। সে কি। তবে কি মন্ত্রীমশায় বলেন নি?

[সকলে হতবাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর পবস্পরেব মুখ চাওযা-চাওয়ি করিতে কবিতে প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাঞ্চি রাজপুরে জয়ন্তের শয়ন কক্ষ। উপর হইতে প্রকাণ্ড আলোর ঝাড় ঝুলিতেছে। প্রকাণ্ড পালঙ্ক। তাহাতে ফুলবিছানো, শুভ্র শয্যা। রাজা জয়ন্ত, অজয়কুমার ও মন্ত্রী-মশায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছে]

নর্ত্তকীদের গান

আজকে কেবল কাণে কাণে
গোপন কথা বলার রাতি—
বনকুসুমের মধুর বাসে
মনখানি মোর উঠলো মাতি ॥
কোথায় ছিলে গোপন প্রিয়া
নাও জিনিয়া এ মোর হিয়া
স্বর্গ-ধরা ভুলবো শুধু
থাকবে তুমি জীবন সাথী ॥
ছায়ায় ঢাকা বনের হরিণ
জানে আমার মনের কথা
মনের হরিণ আজকে আমি
শোনাই তোমায় সেই বারতা।
—তোমার অধর সুধা পিয়ে—
নিভুক আমায় জীবন বাতি ॥

জয়ন্ত। তোমরা এখন যাও।

[নর্ত্তকীবৃন্দ চলিয়া গেল। জয়ন্ত উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল]

জয়ন্ত। প্রজাদের অমত! প্রজাদেব অমতে আমি কী ক'রে সিংহাসনে বসবো অজয় ?

অজয়। প্রজাদেব সমস্ত আবদাব মেনে চলতে হ'লে—আমাদেব বাজ্য শাসন কবাইতো ছেড়ে দিতে হয় দাদা ?

জয়ন্ত। আব্দাব নয় ভাই। প্রজাদেব মনে যখন একথা একবার উঠেছে, তখন সহজে তাব নিবৃত্তি হবে না।

অজয়। কিন্তু তাই বলে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে ?

জয়ন্ত। প্রশ্রয় দেওয়াতো নয় ভাই, এ হচ্ছে স্বীকাব ক'বে নেওয়া। বত্নাকে তাবা যদি বাণী বলে স্বীকাব ক'বে নিতে বাজী না হয়, তবে তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ? কেননা এই ধরণেব অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাবা অভ্যস্ত নয়,—কাজেই প্রতিবাদতো উঠবেই।

অজয়। আমিও সেই কথাই বলছি দাদা। বাবা বলতেন—প্রজাকে শিশুর মত গণ্য করবে। আজকে যে কথা আমবা মন্ত্রীমশায়েব মুখে শুনলাম—তাহ'চ্ছে সেই শিশু প্রজাদের উক্তি। একে স্বীকার কবলে আমাদেব ভীরুতাই প্রমাণিত হবে।

জয়ন্ত। মন্ত্রীমশায় কোন কথা বলছেন না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা কবছিলাম বাবা! ভাবছিলাম—কী উপায় অবলম্বন কবলে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করা চলবে, অথচ কোন পক্ষকেই আঘাত করা হবেনা।

জয়ন্ত। ভেবে কিছু ঠিক কবতে পারলেন ?

মন্ত্রী। না। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কিছু মনে করোনা জয়ন্ত। নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই এ প্রশ্ন আমায় করতে হচ্ছে।

জয়ন্ত। বলুন। আমি কিছু মনে করবোনা।

মন্ত্রী। আমি মনে করছিলাম,—তুমি যদি মা রত্নাকে পাটরাণী বলে ঘোষণা না করো, তবে হয়ত—

জয়ন্ত। তা' কেমন ক'রে হবে মন্ত্রীমশায়? তাকে না নিয়ে সিংহাসনে তো আমি বসবো না।

মন্ত্রী। সেইখানেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে বাবা। অনার্য্য নারীকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাণী বলে সম্বোধন করতে প্রজাদের বাধছে।

[জয়ন্ত কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া থামিয়া বলিল]

জয়ন্ত। বেশ মন্ত্রীমশায়, আমি সিংহাসনে বসবোনা।

অজয়। সেকি! দাদা! তুমি একী বলছো!

জয়ন্ত। হ্যাঁ অজয়। আমি কিছুমাত্র অন্যায় কথা বলছিনে। অনার্য্য নারীকে নিয়ে যখন কাঞ্চীরাজ্যের একমাত্র সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখন এ বিষয়ে অবহিত হওয়াই মঙ্গল, অনার্য্য নারী রত্নাকে আমি ত্যাগ করতে পারবোনা। কেননা একমাত্র আমাকেই অবলম্বন ক'রে, সে তার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিরাট সম্মান ছেড়ে এসেছে। অতএব আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম।

অজয়। দাদা, এমন সঙ্কল্প তুমি কোরোনা। আমি প্রজাদের সঙ্গে

কথা কইবো। মন্ত্রীমশায় রাজ্যে দ্বিতীয়বার ঘোষণা ক'রে দিন—কাল সিংহাসন-আরোহণ-উৎসব বন্ধ থাকবে।

মন্ত্রী। আর তা হয়না অজয়। একবার যখন ঘোষণা করা হ'য়েছে—তখন কালই একাজ সম্পন্ন করতে হবে।

অজয়। তবে উপায় ?

মন্ত্রী। আমি কাঞ্চীরাজ্যের প্রতিপত্তিশালী কয়েকজন প্রজাকে ডেকে পাঠিয়েছি, আজ রাত্রেই এখানে তাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেই সময় তোমরা দুজনে সেখানে উপস্থিত থাকবে—সে ব্যবস্থাও করেছি।

অজয়। আজ কি তাঁদের মত নিয়ে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে ?

মন্ত্রী। নইলে উপায় কী ?

জয়ন্ত। মন্ত্রীমশায় সুযুক্তি দিয়েছেন অজয়। প্রজাদের প্রতিনিধি হ'য়ে আজ যাঁরা আসবেন, প্রকৃত পক্ষে কী তাঁরা চান—এইটেই আমাদের সব আগে জানা দরকার।

মন্ত্রী। যে সমস্ত প্রজা আজ আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের প্রধান অভিযোগ রাণী অনার্য্য বলে নয়—রাণী কুহকিনী বলে।

জয়ন্ত কুহকিনী বলে ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ। তাঁদের বিশ্বাস যে রাণীর কুহক এখনো শেষ হয় নি।

জয়ন্ত কেন, আপনি কি তাদের একথা বলেননি যে পুরোহিত বিপ্রদেব রাণীর কুহক শক্তি হরণ করেছেন ?

মন্ত্রী। সে কথা আমি তাঁদের বলেছিলাম, তাঁরা বলেন ওটা কথার

কথা। এই কুহকিনী সিংহাসনে বসলে রাজ্যের রাজা প্রজা উভয়েরই ক্ষতি হবে।

জয়ন্ত। ও! তাহ'লে অনার্য্যের প্রশ্ন এখন নেই?

মন্ত্রী। না।

জয়ন্ত। বেশ। অতঃপর আপনি তাদের বলবেন যে কুহকিনী বলেও আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারবো না। যদিও আমি বেশ জানি যে এখন তাঁর মধ্যে যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব নেই। বত্নার চাইতে আমার সিংহাসন বড় নয়।

অজয়। এখনই এ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। প্রজাদের সঙ্গে কথা কইবার আগে কেন আমরা এ নিয়ে সমস্যার জাল বুনছি!

মন্ত্রী। অজয় ঠিক কথা বলেছেন জয়ন্ত। প্রজারা আসুকনা।

জয়ন্ত। বেশ, আসুক।

অজয়। কিন্তু পূর্ব্ব থেকে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি মন্ত্রী-মশায়। প্রজাদের অসঙ্গত প্রার্থনা আমি শুনবোনা। অনার্য্য অথবা কুহকিনী রাণী হ'লে রাজ্যের কী ক্ষতি হবে —সে কথা আমায় দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে।

মন্ত্রী। তাই হবে অজয়।

[একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী। মন্ত্রণাগারে প্রজাদের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীমশায়ের দর্শন প্রার্থী।

মন্ত্রী। তুমি গিয়ে বলো তাঁদের অপেক্ষা করতে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান]

মন্ত্রী। এস জয়ন্ত...চলো অজয়। বিষয়টার শেষ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কেউ শান্তি পাচ্ছিনা।

অজয়। (নেপথ্যে চাহিয়া) রত্না দেবী এদিকে আসছেন। তুমি একটু অপেক্ষা করে এসো দাদা!

জয়ন্ত। আচ্ছা।

অজয়। আসুন মন্ত্রীমশায়।

[মন্ত্রী ও অজয়ের প্রস্থানের পর রত্না ধীর পদে সে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে সভ্য দেশের রাজ-অন্তঃপুরিকার বহুমূল্য পোষাক। সে জয়ন্তের কাছে আসিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।]

জয়ন্ত। রত্না!

রত্না। বলো!

জয়ন্ত। কাল সকালে তোমাকে আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসতে হবে শুনেছ?

রত্না। শুনেছি।

জয়ন্ত। তবু তোমার মুখ কেন ম্লান? তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে আমায় বলো রত্না, আমি তা' দূর করবো।

রত্না। অসুবিধা কিছুই নয়। আমি পুরোহিত বিপ্রদেবের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিনে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এত সুখ এত ঐশ্বর্য্য আমার অদৃষ্টে সইবে না। তাঁর সর্ব্বজ্ঞ দৃষ্টি থেকে আমার পরিত্রাণ নেই।

জয়ন্ত। কেন? এখানে তিনি তোমার কী করবেন?

রত্না। তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। পৃথিবীতে তাঁর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। নখদর্পণের সাহায্যে তিনি বহু দূরের ঘটনাও অনায়াসে বলে দিতে পারেন।

জয়ন্ত। তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে রত্না। এই পুরোহিত বিভীষিকা মন থেকে দূর করো, নইলে শান্তি পাবে না।

রত্না। ভুলতে পারছি না—কিছুতেই ভুলতে পারছিনা।

জয়ন্ত। চেষ্টা কর। সে কথা যাক, এখন একটা খবর শোন। প্রজাদেব মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

রত্না। কেন ?

জয়ন্ত। তারা বলতে চায় কুহকিনী অনার্য্য নারীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবার আমাব অধিকাব নেই। সংবাদ এনেছিলেন মন্ত্রী-মশায়। তাঁকে বলে দিয়েছি যে আমি বত্নাকে ত্যাগ কবতে পারবোনা। এব জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমি সিংহাসন ত্যাগ কববো।

রত্না। (ব্যগ্র কণ্ঠে) না না তুমি এমন কাজ কবোনা। আমাব জন্য তুমি এত ত্যাগ কেন কবতে যাবে? তোমাব বাজ্য তোমাব প্রজা একজন সামান্যা নারীব জন্য তুমি এমনভাবে বিসর্জ্জন দিওনা !

জয়ন্ত। তুমি কি বলছো রত্না ?

রত্না। আমি ঠিকই বলছি। আমাকে তুমি পুরোহিতেব নির্ম্মম নাগপাশ থেকে উদ্ধাব কবেছো, তাব জন্য তোমার কাছে আমাব কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু বাণী হবাব জন্য আমাকে ডেকোনা। আমি দূবে থাকবো। দিনান্তে তোমাকে একবার দেখতে পেলেই নিজেকে ধন্য মনে কববো।

জয়ন্ত। তোমার কথায় আমি দুঃখিত হচ্ছি রত্না। এক সম্মান থেকে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি শ্রেষ্ঠতর সম্মান দেবাব

জন্য। প্রজাদের চাঞ্চল্য? রাজ্য শাসন করতে গেলে এসব আকস্মিক ব্যাঘাতকে উপেক্ষা করতেই হয়। প্রজাদেব প্রতিনিধিগণ মন্ত্রণাগাবে মন্ত্রীমশায় ও অজয়েব সঙ্গে কথা কইছেন। আমিও সেখানে যাচ্ছি। তবে যাবাব আগে এইটুকু শুধু তোমাকে বলে যাচ্ছি, যদি প্রজাদের সম্মত কবাতে না পারি—তবে আমি সিংহাসন ত্যাগ কববো।

[দ্রুতবেগে চলিযা গেল। রত্না সেই দিকে চাহিয়া রহিল। পিছনদিক দিয়া প্রবেশ করিল সুমিত্রা। সে জয়ন্ত ও অজয়ের কনিষ্ঠা সহোদরা]

সুমিত্রা। রাণী।

বত্না। সুমিত্রা? এস ভাই। কিন্তু আমাকে এবার থেকে বাণী বলে ডাকলে আমি বাগ কববো।

সুমিত্রা। তবে কি বলে ডাকবো? বৌদিদি?

বত্না। না, তাইবা কেন? বত্না বলে ডাকবে!

সুমিত্রা। সে কি। তোমাব নাম ধবে ডাকবো কি? তুমি যে আমাব দাদাব স্ত্রী।

বত্না। দাদাব স্ত্রী হতে পাবি, কিন্তু তাই বলে কি দাদাব বোনের বন্ধু হতে পাববোনা?

সুমিত্রা। কেন পাববেনা? বেশ, এবাব থেকে আমি তোমায় বত্না বলেই ডাকবো।

রত্না। তাই ডেকো। (একটু চুপচাপ)

সুমিত্রা। আচ্ছা ভাই বত্না।

রত্না। বল ভাই।

সুমিত্রা। লোকে বলে তুমি নাকি কুহকিনী—যাদু জানো—সত্যি ?

রত্না। জানিনা—জানতাম।

সুমিত্রা। মানুষকে নাকি ভেড়া করতে পার ?

রত্না। পারিনা—পারতাম।

সুমিত্রা। মাগো! মানুষগুলো সব ভেড়া হয়ে যেত ?

রত্না। হ্যাঁ।

সুমিত্রা। ব্যা ব্যা ক'রে ডাকতো ?

রত্না। হ্যাঁ।

সুমিত্রা। আচ্ছা আমাদের 'বাহাদুর' হাতীটাকে মানুষ ক'রে দিতে পার ?

রত্না। না।

সুমিত্রা। কেন ?

রত্না। ওতো আগে মানুষ ছিলনা।

সুমিত্রা। ও-হ্যাঁ। আচ্ছা তোমাদের দেশে যত মানুষকে ভেড়া করে রেখেছ—তারা কি আর মানুষ হবেনা ?

রত্না। হবে।

সুমিত্রা। হবে ? কবে ?

রত্না। যদি কোনদিন পুরোহিত বিপ্রদেবের মৃত্যু হয়—সেদিন। কিন্তু তা একেবারেই সম্ভব নয়।

সুমিত্রা। কেন ?

রত্না। কারণ তিনি মৃত্যুঞ্জয়। মহাকালীর প্রসন্নতায় তিনি বেঁচে আছেন। মহাকালীর ক্রোধেই তাঁর মৃত্যু হবে। কিন্তু

মহাকালীব রোষ জাগ্রত করা সে অসম্ভব। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক্ ভাই। পুরোহিতেব কথা ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।

[সুমিত্রা চুপ কবিয়া রহিল]

সুমিত্রা। (একটু পবে) আচ্ছা ভাই বত্না।

বত্না। বলো ভাই!

সুমিত্রা। তুমি যে যাদু জান সে কথা আমি বেশ বুঝতে পারি।

বত্না। কেমন কবে?

সুমিত্রা। এই যে তুমি আসা অবধি তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পাবছিনে, কেবলই তোমাব কাছে থাকতে ইচ্ছা করে—এই তো যাদু।

বত্না। হ্যাঁ, এবই নাম যাদু!

সুমিত্রা। যাহোক কাল সকালেই তো তোমাকে সিংহাসনে বসানো হচ্ছে, তাবপব প্রজাদেব নালিশ শুনতে শুনতে ওসব যাদু-টাদু মাথায় উঠে যাবে।

রত্না। সিংহাসন? বসতেও পাবি—আবাব নাও বসতে পাবি।

সুমিত্রা। সে কি! কেন?

বত্না। প্রজাদেব অভিযোগ শোননি?

সুমিত্রা। না।

বত্না। তারা বলছে কুহকিনী অনার্য্য নাবীকে সিংহাসনে বসতে দেবেনা।

সুমিত্রা। হ্যাঁ দেবেনা। তাদেব চোদ্দপুরুষেব সিংহাসন নাকি? বসতে দেবোনা বললেই হ'ল? ও নিয়ে তুমি ভেবোনা রত্না, ও ঠিক হ'য়ে যাবে। দাদা কোথায়?

বত্না। প্রজাদের প্রতিনিধির সঙ্গে মন্ত্রণাগারে পরামর্শ করছেন।

সুমিত্রা। আর দেখতে হবেনা। দাদা সামনে গেলেই প্রজারা ভয়ে জুজু হয়ে যাবে।

[নেপথ্যে যুদ্ধ সজ্জার বাজনা বাজিয়া উঠিল, জনতার কোলাহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল]

বত্না। ও কি!

সুমিত্রা। তাই তো! এযে যুদ্ধ-সজ্জার বাজনা। কী হ'ল?

(জয়ন্তর প্রবেশ)

জয়ন্ত। তুই ভেতরে যা সুমিত্রা! বত্নার সঙ্গে একটু কথা আছে।

[রত্নার দিকে চাহিয়া সুমিত্রা হাসিমুখে পালাইয়া গেল। জয়ন্ত বত্নার কাছে আসিল]

জয়ন্ত। বত্না! প্রজারা আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছে যে তোমাকে রাণী করতে তাদের কোন আপত্তি নেই, তবু পাছে তুমি তোমার কুহকশক্তি আবার ফিরে পাও, কিম্বা সেখানকার কেউ এসে তোমায় মনে করিয়ে দেয়, সেইজন্য স্থির হয়েছে যে কামরূপ রাজ্য নষ্ট করে ফেলতে হবে, পুরোহিতকে হত্যা করতে হবে। এতে আমাদের কিছু আপত্তি নেই, আমি সৈন্যসজ্জার আদেশ দিয়েছি। কাল সকালেই আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো।

বত্না। সে কি! কার সঙ্গে যুদ্ধ?

জয়ন্ত। পুরোহিত বিপ্রদেবের সঙ্গে।

রত্না। না না না না। তোমার পায়ে পড়ি এমন কাজ কোরোনা। আমার কথা শোন। এতে তোমার অমঙ্গল হবে, সর্ব্ব-নাশেব সীমা থাকবে না। না না না।

জয়ন্ত। তুমি কী বলছো রত্না?

রত্না। আমি ঠিকই বলছি। বিপ্রদেবকে তুমি জানোনা। তাঁব শক্তি, তাঁব মন্ত্রগুণের সঙ্গে তোমাব পবিচয় নেই, তাই তুমি এ দুঃসাহস করছো। আমি জানি পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁকে পরাজিত কবতে পারবেনা।

জয়ন্ত। আমাব সৈন্যবল তুমি জানোনা রত্না।

রত্না। জানিনা। জানবাব দরকাব নেই। শুধু এইটুকু জানি বিপ্রদেবেব মন্ত্রশক্তিব সঙ্গে জগতেব কোন শক্তির তুলনা হয় না। নিজেব সর্ব্বনাশ তুমি এমনভাবে ডেকে এনোনা। একটু আগে তোমায় বলেছিলাম আমায় ত্যাগ কবতে, এখন বলছি যদি বাঁচতে চাও তবে এ রাজ্য ত্যাগ করো। আমাব কথা শোন। আমাকে যদি তুমি সত্যি ভালবেসে থাকো, তবে আমাব অনুবোধ রাখো—এ সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কব।

জয়ন্ত। কিন্তু আমি যে সৈন্যসজ্জার আদেশ দিয়েছি!

রত্না। সে আদেশ তুমি প্রত্যাহার কবো। কোন লাভ নেই স্বামী, কোন লাভ নেই। মুহূর্ত্তে বিপ্রদেব তোমাব বিপুল সৈন্য বলকে ভস্মে পবিণত করবেন।

জয়ন্ত। রত্না!

রত্না। আমাব কথা রাখো। আমাব চেয়ে বিপ্রদেবকে তুমি বেশী

চেনোনা। আমি তাঁকে চিনি। আমি বলছি তুমি নিবস্ত হও।

জয়ন্ত। তুমি আমায় সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতিব কাছে লজ্জায় ফেলবে বত্না। তবু তোমাব মতেব বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করবোনা। বেশ আমি যুদ্ধযাত্রা কববোনা।

বত্না। আমি তোমাব কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জয়ন্ত। কিন্তু পুরোহিতেব এই মিথ্যা বিভীষিকা তুমি মন থেকে মুছে ফেললে বুঝতে পাবতে—

বত্না। মিথ্যে নয়—মিথ্যে নয়—আমি তাঁকে জানি, আমাব বাল্যকাল থেকে আমি তাঁকে জানি। তাঁব শক্তি ঈশ্ববেব শক্তি, তিনি ইচ্ছে কবলে সব কবতে পাবেন।

জয়ন্ত। বেশ। আমি যুদ্ধে যাবোনা।

[দ্রুতপদে অজয়কুমারের প্রবেশ]

অজয়। একি! দাদা! তুমি এখনও চুপ কবে দাঁড়িযে! চলো সেনাপতিকে আদেশ দিতে হবে।

জয়ন্ত। আমি যুদ্ধ কববোনা অজয়।

অজয়। যুদ্ধ কববেনা! মানে?

জয়ন্ত। বত্নাব সঙ্গে পরামর্শ কবে দেখলাম, বিপ্রদেবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা নিরর্থক।

অজয়। নিবর্থক! কেন?

জয়ন্ত। তাঁব অসীম শক্তিব কাছে আমবা পবাজিত হবো।

অজয়। পরাজিত হবো? একজন অসভ্য দেশেব পুবোহিতেব কাছে? তোমাব হ'ল কি দাদা? কুহকিনীর কুহক কি আজ এইভাবে আমার প্রত্যক্ষ করতে হবে?

জয়ন্ত। রত্নাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি কবতে পাববোনা অজয়।

অজয়। বটে।

[মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। এই যে জয়ন্ত! বাইরে সেনাপতি তোমাব আদেশেব প্রতীক্ষা করছেন।

অজয়। উনি যুদ্ধ করবেন না মন্ত্রীমশায়।

মন্ত্রী। সেকি!

জয়ন্ত। হঁ্যা মন্ত্রীমশায়। আমি যুদ্ধে যাবোনা।

অজয়। তোমাব ভীরুতাব আমি প্রশ্রয় দিতে পাবিনে দাদা। স্ত্রৈণ হবাব একটা সীমা আছে। যুদ্ধও কি কবতে হবে স্ত্রীর মত নিয়ে? বেশ তুমি যেওনা—আমি যুদ্ধে যাবো। তুমি সিংহাসন ত্যাগ কবো।

মন্ত্রী। অজয়—শান্ত হও!

অজয়। না! আমি তোমাকে অনুরোধ কবছি দাদা, তুমি সিংহাসন ত্যাগ কবো!

জয়ন্ত। আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম।

অজয়। বেশ, এখন এই রাজ্যের রাজা হিসাবে আমি তোমায় আদেশ কবছি—তুমি ও রত্নাদেবী আমার বন্দী।

জয়ন্ত। বন্দী!

অজয়। হঁ্যা—বন্দী! কামরূপ রাজ্য থেকে ফিবে না আসা পর্য্যন্ত তোমাদেব এইভাবে থাকতে হবে। তোমাদেব হাতে শৃঙ্খল দিতে হবে—না এমনি বিশ্বাস করতে পাবি।

জয়ন্ত। বিশ্বাস করো। আমরা তোমার বন্দীত্ব স্বীকার করে নিলাম। তোমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমরা কোথাও যাবোনা।

অজয়। বেশ। আসুন মন্ত্রীমশায়। সৈন্যসজ্জার আদেশ দিতে হবে। সেনাপতিকে বলে দিতে হবে কাল প্রাতঃকালেই আমরা যাত্রা করবো। আসুন।

[মন্ত্রী ও অজয়ের প্রস্থান। জয়ন্তও চলিয়া যাইতেছিল]

রত্না। তুমি কোথায় যাচ্ছো?

জয়ন্ত। কোথাও যাচ্ছিনে—ভয় নেই। শুধু ওইখানে দাঁড়িয়ে সৈন্য সজ্জাটা একবার দেখে আসি। কুহকিনী, আমি তোমায় ছেড়ে যাবোনা—শুধু সৈন্যসজ্জা—সৈন্যসজ্জাটা একবার দেখে আসি!

[জয়ন্ত প্রস্থান করিল। রত্না অধীরা হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। একটু পরে সে ঘরে প্রবেশ করিল সুন্দর]

সুন্দর। মহারাজ কোথায় রাণী?

[রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল।

রত্না। সুন্দর। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

সুন্দর। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রত্না। তুমি আমার ভায়ের মত। আমার একটা কাজ করবে ভাই?

সুন্দর। নিশ্চয় নিশ্চয়।

রত্না। কিন্তু আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ জানবেনা।

সুন্দর। বেশ—তাই হবে !

বত্না। তোমাকে এখুনি একবার আমাদেব কামরূপের দিকে রওনা হতে হবে।

সুন্দব। এখুনি ? আচ্ছা যাচ্ছি।

বত্না। কিন্তু এতে তোমার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। একটু সাবধানে যেও।

সুন্দব। সাবধানেই যাবো। কিন্তু যদি প্রাণহানি হয়—হবে। কীইবা আমাব প্রাণ—আর কীইবা তার হানি। সেখানে গিয়ে কী কবেবো বলে দিন।

বত্না। শীলাকে চেনতো ?

সুন্দব। হ্যাঁ—চিনি বোধ হয় ?

বত্না। তাকে গিয়ে বলবে যে কাঞ্চিবাজ্য থেকে সৈন্য যাচ্ছে—দেশ আক্রমণ কবতে। সে যেন নিজেকে নিবাপদ বাখে।

সুন্দব। আচ্ছা।

বত্না। তোমাব কাছে আমি কৃতজ্ঞ বইলাম সুন্দর।

সুন্দব। কৃতজ্ঞ হবাব দবকাব নেই। তোমাব কাজ আমি মাথায় নিয়ে চললাম।

বত্না। ফিবে এলে যা পুবস্কাব চাও পাবে।

সুন্দর। কোন পুরস্কাবেব দরকাব নেই—তোমাব হাসি মুখই আমাব সবচেয়ে বড পুরস্কার ! চললাম বাণী।

[সুন্দরের প্রস্থান। রাণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া

পড়িল। ঘর নিস্তব্ধ। রত্না ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল যেন পিছনের দেওয়াল সরিয়া গিয়াছে—দেখা যাইতেছে একটি পার্ব্বত্য গুহা—তাহার মধ্যে শীলা সর্ব্বাঙ্গ বাঁধা অবস্থায় দাঁড়াইয়া আর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিপ্রদেব, ক্রুদ্ধনেত্রে শীলাকে শাসন করিতেছেন। রত্না শুনিতে পাইল তিনি বলিতেছেন]

বিপ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমাকে জব্দ করবে? মূর্খ নারী—এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে? আমি অজর—অমর—অক্ষয়। জয়ন্তের রাজ্যে যে ষড়যন্ত্র চলছে তাও আমি জানি, আর তুমি এখানে কী ষড়যন্ত্র করছো, তাও আমি জানি। আমার কথা শুনে রাখো, তোমরা দুজনেই মরবে! বলো! এ কাজ কেন করলে? বলো! বলো! বলো!

[রত্না ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠিল]

রত্না। গুরুদেব রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমি কোন দোষ করিনি—আমি কোন দোষ করিনি, গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব—!

বিপ্র। হাঃ হাঃ হাঃ......

শীলা। গুরুদেব রক্ষা করুন—আমি কোন দোষ করিনি—আমি দোষ করিনি—গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব—

বিপ্র। তুমি বলে দাওনি জয়ন্ত-রত্নাকে গুপ্ত পথের সন্ধান?

শীলা। হ্যাঁ গুরুদেব। আমি বলেছি—আমি বলেছি।

বিপ্র। কেন তুমি বলে দিয়েছো? আমার কখনো এমন সময় ঘুম

আসে না—অকস্মাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এর জন্য তোমাকে যদি আমি দায়ী করি—তোমার কিছু বলবার আছে ?

[শীলা মাথা নীচু করিয়া রহিল]

বিপ্র। বলো তোমার কী বলবার আছে ?

শীলা। আমি—

বিপ্র। বলো।

শীলা। আমিই আপনাব কারণের সঙ্গে ঘুমের আবক মিশিয়ে দিয়েছিলাম গুরুদেব।

বিপ্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম শীলা !

শীলা। আমি অপরাধ কবেছি গুরুদেব—আপনি আমায় ক্ষমা করুন !

বিপ্র। ক্ষমা ! ক্ষমা আমি নিশ্চয় করবো—কিন্তু তার আগে তোমাকে এই রাজ্যের বাণী করবার আগে, তোমার মন থেকে এই বিষাক্ত প্রেমের বীজ আমি তুলে ফেলব।

শীলা। গুরুদেব।

বিপ্র। ভয় নেই—আমি তোমাকে প্রাণে মাববোনা। তবে অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে তোমাকে দগ্ধ ক'রে,—তোমার মনে অনুতাপেব আগুন জেলে আমি তোমায় পবিত্র ক'রে নেব। তুমি ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। তোমাকেই এ রাজ্যের রাণী হতে হবে।

শীলা। আমি রাণী হ'তে চাই না গুকদেব—আমি বাণী হ'তে চাই না। আপনি আমায় মুক্তি দিন !

বিপ্র। মুক্তি ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

শীলা। গুরুদেব !

বিপ্র। আমি ধ্যানে জানতে পেরেছি কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্যেরা এ রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে ; তাদের ধ্বংসের জন্য আজ শেষ রাত্রে আমি মহাকালীর পূজায় বস্‌বো। এই পূজা শেষ করতে পারলে পৃথিবী আমার পদতলে লুটিয়ে পড়বে। বুঝেছ শীলা ? রাজা জয়ন্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পথের মাঝেই ধূলিসাৎ হবে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

শীলা। আমি অপরাধ স্বীকার করছি—গুরুদেব !

বিপ্র। অপরাধ স্বীকার ক'রে বিপ্রদেবের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। চিত্ত শুদ্ধি করো শীলা—চিত্ত শুদ্ধি করো। চিত্ত শুদ্ধি হ'লে আমি আপনি জানতে পারবো আর সেই দিনই এসে কামরূপ রাজ্যের সমস্ত প্রজাবৃন্দের সমক্ষে আমি তোমায় রাণীত্বে অভিষিক্তা করবো, তার আগে নয়— বুঝলে ? তার আগে নয়—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

[হাসিয়া প্রস্থান করিল]

শীলা। গুরুদেব ! গুরুদেব !

[বিপ্রদেব চলিয়া গেলে শীলা কাঁদিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে প্রবেশ করিল সুন্দর। পথশ্রমে তাহার চোখমুখ লাল, চুল-এলোমেলো]

সুন্দর। শীলা !

শীলা। কে ? সুন্দর ? তুমি এসেছো ? রত্না কেমন আছে সুন্দর ? রত্না কেমন আছে ?

সুন্দর। সে ভালই আছে। তোমায় বাঁধলে কে?

শীলা। বিপ্রদেব?

সুন্দর। কেন?

শীলা। আমি তোমাদের পথ বলে দিয়েছি বলে!

সুন্দর। তার জন্যে এই কঠিন শাস্তি?

শীলা। হ্যাঁ!

[সুন্দর তাহার হাতের পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল]

সুন্দর। শীলা! রত্না দেবী তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্যেরা তোমাদের এই রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। তুমি নিজেকে নিরাপদ রেখো।

শীলা। সে খবর আমি একটু আগেই পুরোহিতের মুখে শুনেছি। আর সেই জন্যই তিনি আজ শেষ রাত্রে মহাকালীর পূজা ক'রে শক্তি লাভ করবেন—যাতে পথের মধ্যেই তোমাদের বিপুল সেনাবাহিনী ধ্বংস হ'য়ে যায়।

সুন্দর। এ ব্যাটাচ্ছেলের জ্বালায় তো দেখছি কিছুই করবার উপায় নেই! মরুক গে! চল আমরা পালাই!

শীলা। কোথায় পালাবো? বিপ্রদেবের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই!

সুন্দর। আচ্ছা এ ব্যাটার কি মৃত্যু নেই?

শীলা। আছে।

সুন্দর। আছে? বল কি! বলতো—বলতো কি করলে ও ব্যাটা মারা পড়বে?

শীলা। আজকে শেষরাত্রে মহাকালীর পূজা যদি উচ্ছিষ্ট ক'রে

দিতে পার, তা'হলেই ওর মৃত্যু অনিবার্য্য। মনে রেখো আজ পূজা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে ও অপরাজেয়।

সুন্দর। তবে চললাম—ওর পূজো পণ্ড করতে। পূজো উচ্ছিষ্ট করতে হবে তো ?

শীলা। তুমি পারবে না !

সুন্দর। আমি পারবো ! আমি পণ্ড করতে না পারি এমন কাজই নেই।

শীলা। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করবে ?

সুন্দর। তোমার ভালবাসা পাব বলে !

[চলিয়া যাইতে লাগিল]

শীলা। সুন্দর !

সুন্দর। না। আমি চললাম !

শীলা। সুন্দর !

সুন্দর। না—না—না !

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য মিলাইয়া গেল। দেখা গেল রত্না ঘুমাইতেছে। একটু পরে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে নিঃশব্দ পদে প্রবেশ করিলেন পুরোহিত বিপ্রদেব। তিনি রত্নার শয্যার কাছে আসিয়া ডান হাতখানি রত্নার মুখের উপরকার শূন্য হইতে পায়ের দিক অবধি সঞ্চালন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রত্না জাগিয়া উঠিয়া ভূত দেখার মত ভয় পাইয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। পুরোহিত হাতছানি দিয়া তাহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সম্মোহিতা রত্না এক পা এক পা করিয়া পুরোহিতের অনুসরণ করিতে লাগিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জয়ন্তের প্রমোদাগার। জয়ন্ত চঞ্চলপদে পায়চারি করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে অধীরভাবে দরজার দিকে চাহিতেছে। ধীর পদে মন্ত্রী প্রবেশ করিল]

জয়ন্ত। কী সংবাদ মন্ত্রী মশায় ?

মন্ত্রী। রাজ্যের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু কোনখানেই রাণীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়ন্ত। কী আপনি বলতে চান মন্ত্রীমশায়? আপনি কি বলতে চান যে এত বড বিশাল কাঞ্চীরাজ্য থেকে সে রাত্রের মধ্যে এমন ভাবে মিলিয়ে গেল, যাতে তার খোঁজ পাওয়া আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব ?

মন্ত্রী। রাজ্যের কোথাও আমি অনুসন্ধানের ত্রুটি করিনি জয়ন্ত। তবু—

জয়ন্ত। তবু কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না? এই কথা তো? কিন্তু আমার এত বড রাজ্য থেকে এক রাত্রের মধ্যে দেশান্তরে চলে যাওয়া—তার মত নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, অতএব সে এই রাজ্যের কোন স্থানে আত্ম-গোপন ক'রে আছেই আছে। আপনি অনুসন্ধান করুন মন্ত্রীমশায়, আজই সন্ধ্যার মধ্যে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি তার খোঁজ পেয়েছেন !

মন্ত্রী। জয়ন্ত।

জয়ন্ত। মিথ্যে আমাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছেন মন্ত্রী মশায়! যে নারী কেবলমাত্র আমাকে ভালবাসার অপরাধে তার সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে, যার প্রেমের সঙ্গে জগতের কোন বস্তুর তুলনা হয় না, আজ সে আমায় এমন ভাবে ত্যাগ ক'রে যাবে—একথা তো চিন্তা করা যায় না!

মন্ত্রী। চিন্তা করা যায় না সে কথা সত্য জয়ন্ত, কিন্তু জগতে সময় সময় চিন্তার অতীত এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে—

জয়ন্ত। যাতে রত্নার মত মেয়েও আমাকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ ক'রে যেতে পারে? আপনি ভুল করছেন মন্ত্রীমশায়। রত্না যেমন আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তেমনি আমিও তার জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করিনি। আমি তার জন্য আমার রাজ্য, সম্পদ, সম্মান, সুনাম, ধূলার মত পথের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি—সে কথাও ভুলে যাবেন না। কিন্তু যাক সে কথা, আজ সে কথা বোঝাপাড়ার সময় আসেনি। আমি শুধু স্পষ্ট ক'রেই আপনাকে এ কথা জানাতে চাই যে রত্নাকে আমার চাই।

মন্ত্রী। তাই হবে জয়ন্ত।

জয়ন্ত। তাই হবে নয়—তাই হ'তে হবে। আমার এ কথার কোন ব্যতিক্রম হ'লে আমি কাউকে ক্ষমা করবো না—আপনি দয়া ক'রে একথা মনে রাখবেন মন্ত্রীমশায়! আমার ছোট ভাই অজয়ের হাতে আমি লাঞ্ছিত হ'য়েছি যে নারীর জন্য, আমি তার বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছি যে নারীর জন্য—তাকে এত সহজে আমি হারাতে রাজি নই।

মন্ত্রী। আমি চললাম জয়ন্ত। যেমন ক'রে পারি—রাণী রত্নার খোঁজ আমি করবোই। একথা তোমায় বলে গেলাম।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

[জয়ন্ত কী ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া ডাকিল]

জয়ন্ত। মন্ত্রী মশায়।

[মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ]

মন্ত্রী। বল জয়ন্ত!

জয়ন্ত। রাজ্যের সীমান্ত রক্ষীদের ডেকে পাঠান, তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন, গত রাত্রে কোন লোক সীমান্ত অতিক্রম করেছে কিনা। রত্না যদি কামরূপ চলে গিয়ে থাকে, তবে সে কথাও তাদের কাছেই জানা যাবে।

মন্ত্রী। আমি পূর্ব্বেই তাদের ডাকবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার মনে হয়—

জয়ন্ত। আপনার কি মনে হয় সে কথা আমি পরে শুনবো মন্ত্রী-মশায়। কিন্তু এখন আমার কোন কথার প্রতিবাদ করবেন না। অনুগ্রহ ক'রে যান—যান।

মন্ত্রী। বেশ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

জয়ন্ত। প্রতিবাদ—প্রতিবাদ—আর প্রতিবাদ। রাজ্যের সকলেই প্রমাণ করতে চায়—নিজেরা বিজ্ঞ, আর তাদের রাজার বুদ্ধিবৃত্তি কম। কিন্তু আজ আমি কারো কথা শুনবোনা। রত্নাকে আমার চাই। এত লাঞ্ছনা, এত অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যাকে পেয়েছি—আজ এত সহজে আমি তাকে হারাতে রাজী নই।

[গম্ভীর মুখে সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। দাদা!

জয়ন্ত। আয় সুমিত্রা!

সুমিত্রা। বত্নার কোন সন্ধান পেলে?

জয়ন্ত। না। মন্ত্রীমশায় এইমাত্র সংবাদ দিয়ে গেলেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান ক'রেও এ পর্য্যন্ত তার কোন খোঁজ পান নি। যাই হোক—আমি সীমান্ত-রক্ষীদের ডাকতে বলে দিয়েছি—তাদের কাছ থেকে হয়ত সঠিক কোন খবর পাওয়া যেতে পারে।

সুমিত্রা। দেখ, তারা যদি সংবাদ দিতে পারে!

জয়ন্ত। অনেকেই অনেক কথা বলে গেল, কিন্তু তুইতো কোন কথা বলছিস্‌নে সুমিত্রা? তোর কি মনে হয়—বলবিনে?

সুমিত্রা। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করো দাদা, আমার কি মনে হয়—সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই। তবে আমি যে তাকে ভালবেসে ভুল করেছি—সেই কথা শুধু আজ আমার মনে হচ্ছে। বনের পাখীকে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছিলে সোনার খাঁচায়, তখন আমার এক-বারও একথা মনে হ'ল না যে বনের পাখীর সোনার খাঁচা ভাল লাগতে পারে না, সুযোগ পেলেই সে পালাবে।

জয়ন্ত। তবে কি তুই বলতে চাস সুমিত্রা যে,—রত্না স্বেচ্ছায় এখান থেকে সকলের অগোচরে পালিয়ে গেছে?

সুমিত্রা। আমার তাই মনে হয় দাদা। আমরা ভেবেছিলাম—খাঁচাটা যখন সোনার, তখন এর মায়া সে কাটাতে পারবে না। কিন্তু তার প্রাণটার দিকে তো আমরা চাইনি। যদি

চাইতাম, তাহলে দেখতে পেতাম—মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ পাবার জন্যে একটা প্রাণ সেখানে রাত্রিদিন কেঁদে মরছে।

জয়ন্ত। তুই বলছিস কী সুমিত্রা?

সুমিত্রা। আমি ঠিকই বলছি। প্রকৃতির অরণ্যে যার জন্ম, প্রাসাদের অরণ্যে তার দমবন্ধ হ'য়ে আসে। তুমি—খোঁজ নিয়ে দেখ দাদা, নিশ্চয় সে কামরূপে ফিরে গেছে। আমি তাকে যতদূর চিনেছি—তাতে এছাড়া আর কোন কিছুই সে করতে পাবেনা।

জয়ন্ত। তোব কথাই হয়ত ঠিক সুমিত্রা। কিন্তু এত প্রেম, এত অনুরাগ, একি সবই মিথ্যা? কিছুই সত্যি নয়? বন্যা আমাব জন্যে যে ত্যাগ স্বীকাব কবেছে, হাসিমুখে যে দুঃখ যে নির্য্যাতন সহ্য কবেছে, সে যে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সুমিত্রা।

সুমিত্রা। চোখেব দেখাটাই সব সময় সত্যি হয় না দাদা। তাকে বাণী করলে তোমাকে সিংহাসন অবধি ত্যাগ কবতে হবে এই চিন্তা তার অন্তবকে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল! তারপর তোমবা আদেশ দিলে কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কবতে, এতে তার মন আশঙ্কায় ভরে উঠলো।

জয়ন্ত। আশঙ্কা কেন? ভবিষ্যতে তাকে নিবাপদ কববাব জন্যই তো ওই অবস্থা করা হয়েছে।

সুমিত্রা। তাকে নিবাপদ করবার জন্য—তাব প্রজাদের, তার গুরুদেবকে তোমরা হত্যা কববে, এ বিধান সে সহজে মেনে নিতে পাবেনি, তাই সে ছুটে গেছে নিজের বাজ্যে প্রজাদেব নিবাপদ কববার জন্য।

জয়ন্ত। তুই ঠিক জানিস—সে কামরূপে গেছে?

সুমিত্রা। না—ঠিক জানিনে। এটা আমি অনুমান করছি।

জয়ন্ত। হুঁ।

[দ্রুতপদে পায়চারি করিতে লাগিল।]

জয়ন্ত। আমার এত বড় বিশাল প্রাসাদ, দ্বারে দ্বারে তার সশস্ত্র প্রহরী, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে—রাজপথের জনতার দৃষ্টি এড়িয়ে—সীমান্ত রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে—সে কামরূপ যাবে কী ক'রে?

সুমিত্রা। মা যখন সন্তানের বিপদ আশঙ্কায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—তখন পর্ব্বত তার পথ রোধ করতে পারে না দাদা, তোমার রক্ষীতো সামান্য কথা।

[মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। জয়ন্ত।

জয়ন্ত। বলুন মন্ত্রী মশায়!

মন্ত্রী। না, সীমান্তরক্ষীরা কিছু বলতে পারলে না। কিন্তু—এইমাত্র একটা সংবাদ পেলাম—যেটা তোমার পক্ষে হয়ত প্রয়োজনীয় মনে হবে।

জয়ন্ত। কী সংবাদ?

মন্ত্রী। গত রাত্রি থেকে সুন্দর নিরুদ্দেশ।

জয়ন্ত। সেকি!

মন্ত্রী। হ্যাঁ। এবং আমার মনে হয় রাণীর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এ সংবাদের কিছু যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়।

জয়ন্ত। আপনি কী বলছেন মন্ত্রী মশায়? (উচ্চ হাস্য করিয়া

উঠিল) সে আমাব বাল্যবন্ধু। আপনার চাইতে আমি তাকে বেশী চিনি !

সুমিত্রা। এর সঙ্গে রত্নার নিরুদ্দেশ হওয়ার আমি কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না দাদা।

মন্ত্রী। মা, তুমি এখনও বালিকা। মানব চরিত্রের বিচিত্র লীলা বুঝতে এখনও তোমাব দেবী আছে মা।

সুমিত্রা। মানব চরিত্রের লীলা হয়ত আমি বুঝিনে—কিন্তু দুজনেব নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রসঙ্গে আপনি যদি রত্নাব চরিত্রের প্রতি কোন ইঙ্গিত ক'রে থাকেন, তাহলে আপনি ভুল করেছেন মন্ত্রীকাকা।

মন্ত্রী। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত—আমি সংসাবেব অনেক কিছুই দেখেছি মা। দেখে শুনে এই বুঝেছি, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

জয়ন্ত। অসম্ভব—অসম্ভব—মন্ত্রীমশায় অসম্ভব। সুন্দব—আমার বন্ধু—আমাব আবাল্য সহচব,—সুখে দুঃখে বিপদে—আপদে যে ছায়ার মত আমাব অনুসরণ করেছে—সেই সুন্দর—। এ কথা মনে আনাও পাপ! কিন্তু আমার কোন উপায় নেই। কোথাও আমি যেতে পাববো না। আমি অজয়ের কাছে বাক্যবদ্ধ, সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি কোথাও যাবো না। ক্ষত্রিয়ের বাক্য—রত্নাব যদি মৃত্যুও হয় —তবু সে বাক্য আমি লঙ্ঘন করতে পারবো না। উপায় নেই—কোন উপায় নেই।

মন্ত্রী। আমি আর একটা দুঃসংবাদ তোমাকে দেব বাবা।

জয়ন্ত। বলুন! আমি আজ যে কোন দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত।

মন্ত্রী। অজয়কুমার কামরূপ প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছেননা।

জয়ন্ত। পথ পাচ্ছেনা?

মন্ত্রী। পথ পাচ্ছেনা। যে পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়ে কামরূপ রাজ্যে অজয়কুমার প্রবেশ করেছিলেন—সেই পথটাই আমাদের সেনাবাহিনী আবিষ্কার করতে পারেনি। ফলে তারা সমস্ত কামরূপ রাজ্যের চতুঃসীমা অবরোধ করে বসে আছে।

জয়ন্ত। অবরোধ করে কতদিন বসে থাকবে?

মন্ত্রী। সে কথা দূতের মুখে অজয়কুমার জানাননি। তবে তিনি অবরোধের কারণ জানিয়েছেন।

জয়ন্ত। কী কারণ?

মন্ত্রী। তাঁর অভিমত হচ্ছে যে কোন একটা রাস্তা দিয়ে রাজ্যের লোক বাইরে আসেই। কেননা কামরূপের ভূমিজাত শস্যের পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয়, যাতে ক'রে রাজ্যের লোকের সম্বৎসর কাটতে পারে। অতএব বাইরে তাদের আসতে হবেই। এইভাবে চতুঃসীমা অবরোধ করে থাকলে সে পথ জানা যাবেই।

জয়ন্ত। যুক্তিটা মন্দ নয়। তবে ওতে যে কোন কাজ হবে এমন কথা আমার মনে হয়না মন্ত্রীমশায়।

মন্ত্রী। কেন?

জয়ন্ত। কেননা—এই ছেলেমানুষী চালে বিপ্রদেবকে পরাজিত

করা যাবেনা। তাঁর কুটবুদ্ধি ও তীক্ষ্মদৃষ্টি এই অবরোধ সম্ভাবনা আগে থেকেই জেনে রেখেছে।

মন্ত্রী। তোমাব কি ধারণা অজয় পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে ?

জয়ন্ত। ধারণা নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(রক্ষীর প্রবেশ)

জয়ন্ত। কী সংবাদ ?

রক্ষী। কামরূপ সীমান্ত থেকে যুবরাজ অজয়কুমার মহারাজকে এই পত্র পাঠিয়েছেন।

জয়ন্ত। অজয়েব পত্র, দেখি দেখি !

[পত্র দিয়া রক্ষী চলিয়া গেল, পড়িতে পড়িতে জয়ন্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

জয়ন্ত। মন্ত্রী মশায় ?

মন্ত্রী। কী জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। আপনি পড়ুনতো—আপনি পড়ুনতো—আমি বোধ হয় ঠিক পড়তে পারিনি !

(পত্র দিল)

মন্ত্রী। (পাঠ করিলেন) দাদা। বত্নার নিরুদ্দেশ সংবাদ পেলাম। তোমাব মনের অবস্থাও বুঝতে পারছি। বাক্যদত্ত—কোথাও বেবোতে পারছোনা। আমিও এদিকে কামরূপ প্রবেশেব পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় সর্ব্বদিক দিয়ে বিচার কবতে গেলে তোমার সাহায্য ব্যতীত কিছুই সম্ভব হবেনা মনে হয়। তাই আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।

জয়ন্ত। স্থমিত্রা! আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি পেয়েছি। মন্ত্রীমশায় আমার অশ্ব সজ্জিত করতে বলুন। আমি কামরূপ যাবো। আমি সে পথ চিনি—আমি না গেলে অজয় কিছু করতে পারবে না।

মন্ত্রী। তুমি এ সময় এখান থেকে গেলে—

জয়ন্ত। হ্যাঁ আমি যাব মন্ত্রীমশায়। আমি যাব। আমি বুঝতে পারছি, পুরোহিত তাকে নিয়ে গেছে—আমি না গেলে রত্নার জীবন বিপন্ন হবে। সেই নিষ্ঠুর পুরোহিতের কুটিল দৃষ্টির সম্মুখে সে মুহূর্ত্তে প্রাণ হারাবে। যান—যান অশ্ব সজ্জার আদেশ দিন।

স্থমিত্রা। দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

জয়ন্ত। তুই কোথায় যাবি স্থমিত্রা? তুই এখানে থাক! তিন চার দিনের মধ্যেই আমি রত্নাকে নিয়ে ফিরে আসবো। সেখানে আমার স্থশিক্ষিত সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে, ফিরে আসার আগে কামরূপ রাজ্যকে আমি পথের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসবো। চললাম স্থমিত্রা।

[দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন]

স্থমিত্রা। মন্ত্রীকাকা! আমার অশ্ব সজ্জিত করতে বলুন!

মন্ত্রী। তুমি কোথায় যাবে মা? স্ত্রীলোকের পক্ষে সে পথ দুর্গম—সে পথে আছে অসংখ্য বিপদ।

স্থমিত্রা। আপনি আমায় বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন মন্ত্রীকাকা! আপনি তো জানেন—যুদ্ধবিদ্যা আপনার চাইতে আমার কম জানা নেই। মহারাজ শত্রুজিতের মেয়ে আমি,

অসমসাহসিক রাজা জয়ন্তের বোন—আপনি আমায় বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন ? ছিঃ। বেশ! আপনি যদি অশ্বসজ্জার আদেশ দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন—আমি নিজেই সে আদেশ দিচ্ছি।

[দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, মন্ত্রী কিছুক্ষণ 'হাঁ' করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রস্থান করিলেন]

২য় দৃশ্য

[পর্ব্বতমালার সম্মুখ। অজয়কুমার ও তিন চারিটি সৈন্য দাঁড়াইয়া আছে]

অজয়। সবদিক খুঁজে দেখেছ ?

১ম। দেখেছি যুবরাজ। সবদিকেই পাহাড়।

অজয়। থাক্ পাহাড়। অবরোধ করে থাকো—একদিন না একদিন কোন লোক রাজ্য থেকে বাইরে আসবেই। বুঝেছ ?

২য়। বুঝেছি যুবরাজ।

অজয়। আমি এই পর্ব্বতের পূর্ব্ব-সীমান্ত অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি। তোমরা সতর্ক হয়ে পাহারা দাও। যে কোন অপরিচিত লোক দেখলেই তাকে বন্দী করবে। আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো।

৩য়। যথা আজ্ঞা যুবরাজ।

[অজয়ের প্রস্থান]

১ম। কী ব্যাপার ? পাহাড় আগলে আর কতকাল বসে থাকতে হবে ?

২য়। কে জানে। যুদ্ধের সঙ্গে দেখা নেই—শুধু বসে বসে ঝিমানো।

৩য়। যাইহোক। এ রাজ্যটাকে ভাল বলতে হবে—ঢোকবার রাস্তাটি কি রকম কায়দা করে রেখেছে বল দেখি !

১ম। ওই কায়দা অবধি। ভেতরে বোধ হয় লোকজন কিছু নেই।

২য়। লোকজন নেই কীরে? শুনছিস্ একটা বিরাট যুদ্ধ হবে।

৩য়। আপাততঃ পাহাড়ের সঙ্গে।

১ম। যা বলেছিস্। কে একটা লোক এদিকে আসছেনা?

২য়। ব্যস। ধবো আব বন্দী কবো।

৩য়। তা আব বলতে।

১ম। চল্।

[তিনজনে গিয়া নীলমাধবকে বন্দী করিয়া আনিল]

নীল। তেত্রিশ বছব বয়সে এদিকে আবাব সৈন্যসামন্ত কেনরে বাবা?

১ম। যুদ্ধ হবে।

নীল। কাব সঙ্গে?

২য়। তা জানিনে।

৩য়। ধবোনা কেন—তোমারই সঙ্গে।

নীল। তেত্রিশ বছব বয়সে—আমি যে যুদ্ধ কবতে জানিনা বাবা!

১ম। তা হলেইত আমাদেব জিতবাব সুবিধে হবে। এই নাও তলোয়াব।

(তলোযাব ধবাইয়া দিল)

নীল। এই দেখ। তেত্রিশ বছব বয়সে.এ আবার কী বিপদ হলো বল দেখি! ওরে—আমাব যে অস্ত্র ছুঁতে নেই। আমরা সব বোষ্টম কিনা। তাই তেত্রিশ বছব বয়সে অহিংসা ধরেছি।

১ম। চালাকি পেয়েছ? ধর অস্ত্র—যুদ্ধ কর।

নীল। এই দেখ। তবু বুঝবে না। ওরে ভাই, অহিংসা আমার ধর্ম্ম, নইলে—তোদের মত দু চারটে সৈন্য বধ করা—তেত্রিশ বছর বয়সে—আমার পক্ষে কিছুই না।

২য়। তোমার বাড়ী কি কামরূপ রাজ্যে?

নীল। কেন বল দেখি?

৩য়। আমরা কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি কিনা।

নীল। না, আমার বাড়ী সেখানে নয়।

১ম। তবে কোথায় তোমার বাড়ী?

নীল। আমার বাড়ী—তেত্রিশ বছর বয়সে যেখানে—সেখানে। তলোয়ারটা নামাও না।

২য়। তা নামাচ্ছি। কিন্তু তোমার পরিচয় বলবে না?

নীল। তেত্রিশ বছর বয়সে—না।

৩য়। তুমি যুদ্ধও করবে না—পরিচয়ও বলবে না, তবে তুমি কী করবে?

নীল। যদি অনুমতি কর—তেত্রিশ বছর বয়সে চলে যেতে পারি।

১ম। তাই যাও। দূর হও!

নীল। তাই যাচ্ছি। ওরে বাবা তেত্রিশ বছর বয়সে যুদ্ধ কীরে বাবা? ওরে বাবা।

[প্রস্থান]

২য়। এ ব্যাটা বাজে লোক।

৩য়। তাই হবে।

[অজয়ের প্রবেশ]

অজয়। বৃথা চেষ্টা। কোনখানেই পথের চিহ্ন নেই! এ ভাবে কতকাল অপেক্ষা করবো?

নেপথ্যে। অজয়—অজয়—

অজয়। কে? দাদার গলা! কে?

[জয়ন্তের প্রবেশ]

জয়ন্ত। অজয়! আমি এসেছি ভাই।

অজয়। রত্নার খবর পেয়েছ দাদা?

জয়ন্ত। না। তবে যতদূর মনে হয় পুরোহিত বিপ্রদেব তাকে সকলের চোখ এড়িয়ে চুরি করে নিয়ে এসেছেন।

অজয়। সেকি! কিন্তু আমরা যে পথ খুঁজে পাচ্ছি না দাদা! কী ক'রে এর প্রতীকার করবো?

জয়ন্ত। আমি সে পথ চিনি অজয়! আমার সঙ্গে এস। আজ রাত্রেই কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করতে হবে। নইলে রত্নার জীবন বিপন্ন হবে।

অজয়। তাই হোক দাদা! সেনাপতি!

[সেনাপতির প্রবেশ]

সৈন্য সজ্জার আদেশ দিন।

[সেনাপতির প্রস্থান। নেপথ্যে যুদ্ধ সজ্জার বাজনা বাজিতে লাগিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুমিত্রার প্রবেশ]

সুমিত্রা। দাদা!

জয়ন্ত। সুমিত্রা!

অজয়। সুমিত্রা! তুই কেন এলি! তুই কেন এলি?

সুমিত্রা। তোমরা দুজনে জীবন বিপন্ন ক'রে এখানে রত্নার জন্যে যুদ্ধ করবে, আর আমি প্রাসাদে চুপ করে বসে থাকবো?

আমিও রত্নাকে ভালবাসি। তাকে ভালবাসার পুরস্কার আমরা তিনজনেই সমান ভাগ ক'রে নেবো।

জয়ন্ত। আজ বুঝতে পারলাম, রত্না সত্যই কুহকিনী। নইলে তোকেও সে যুদ্ধযাত্রা করিয়েছে সুমিত্রা! চল। চল। পুরোহিতের জীবনে আজই শেষরাত্রি!

[সকলে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। নেপথ্যে বাজনা বাজিতে লাগিল]

শেষ দৃশ্য

[কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্বোক্ত মহাকালীর মন্দির। রাত্রি তিনটা বাজে। সিঁড়ির সর্ব্বত্রই অন্ধকার—কেবল মন্দিরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। দূরে পাহাড়গুলি অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাইতেছে। পা টিপিয়া টিপিয়া সুন্দর প্রবেশকরিল। সোপানের পাদদেশে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। জুতা খুলিয়া আরও সন্তর্পণে সে সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের দিকে উঠিতে লাগিল। মন্দিরের সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আবার সে চারিদিক দেখিয়া লইয়া চট্ করিয়া মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া নৈবেদ্য হইতে একটি ফল তুলিয়া মুখে কামড়াইয়া উহা সর্ব্বত্র ছিটাইয়া দিতে লাগিল। তারপর একটি কলা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় বাহিরে কর্কশ কণ্ঠে একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া সুন্দর নামিয়া আসিল এবং নীচে দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল। তার পর কলা খাইতে খাইতে কহিল।]

সুন্দর। এতেই হবে। খেয়েছি—ছিটিয়েছি—আর দেখতে হবে না। মুখ বাখিস মা। এবার পালানো যাক!

[সম্মুখ দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ দূরে খড়মের শব্দ হইল। সুন্দর ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে দাঁড়াইল]

সুন্দর। সেবেছে। এই দিকেই আসছে। পালাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে। চুপ চাপ লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকি। দেখাই যাক্‌না কী হয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকায পুরোহিত বিপ্রদেব খড়মপায়ে দিয়া কমণ্ডলু হস্তে প্রবেশ করিলেন। প্রায়ান্ধকার প্রাঙ্গণে অপরিচিত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিযা প্রশ্ন করিলেন।]

বিপ্র। কে তুমি।

সুন্দর। আজ্ঞে—আমি অভিমন্যু।

বিপ্র। অভিমন্যু!

সুন্দব। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যূহে ঢুকে পডেছি, কিন্তু—বেরুবাব বাস্তা পাচ্ছিনে। কাজেই মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবতে হবে।

[পুরোহিত আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিলেন।]

বিপ্র। তুমি বাজা জয়ন্তেব সহচব না?

সুন্দর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিপ্র। তুমি আবাব কেন এসেছ?

সুন্দর। আজ্ঞে আবাব কোথায় এলাম? এসেছিলাম তো ঐ একবাবই। এখন শুধু তাব পুনরাবৃত্তি করছি।

বিপ্র। অর্থাৎ তুমি যাওনি?

সুন্দর। আজ্ঞে না।

বিপ্র। হুঁ। শীলার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সুন্দব। আজ্ঞে না। তাকে খুঁজে খুঁজেই তো—

বিপ্র। এ জীবনে তাকে আর খুঁজে পাবে না। তার আশা ত্যাগ করো।

সুন্দব। আপনাব আদেশে জীবন ত্যাগ কবতে পারি—আশা ত্যাগ তো সামান্য কথা। তাহ'লে আমি এবাব যেতে পারি ?

বিপ্র। না।

সুন্দব। আজ্ঞে যাবোনা।

বিপ্র। ভালই হয়েছে, সভ্যদেশেব লোক—স্বেচ্ছায় যখন এসে পড়েছো শমনের মুখে—তখন আব তোমাব নিস্তার নেই। আজ বাত্রে মহাকালীর পূজায় তোমায় বলি দেওয়া হবে।

সুন্দর। আমায় বলি দেবেন ?

বিপ্র। হঁ্যা!

সুন্দব। ইয়ে হয়েছে—তাব চেয়ে আমায় কেন ভেড়া করুননা। তবু যাহোক ভবিষ্যতে মানুষ হবাব একটা আশা থাকবে।

বিপ্র। সভ্য দেশের আবেদন আমি বুঝিনে। অতএব কান্না নিস্ফল। সোমদেব!

[সোমদেবের প্রবেশ]

সোম। গুরুদেব!

বিপ্র। এই সুসভ্য বাজ সহচবকে পাহারা দাও। পূজান্তে মায়েব সম্মুখে একে বলি দেওয়া হবে।

সোম। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[বিপ্রদেব সিড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন, তাবপব কী ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরকে কহিলেন]

বিপ্র। আজ তোমাদেব সকলেব জীবনেব শেষ বাত্রি। আমার

পূজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের রাজা জয়ন্ত, রাণী বত্না, তুমি, পথিমধ্যে তোমাদেব বিপুল সেনা বাহিনী নিঃশব্দে মৃত্যু ববণ কববে। পৃথিবীব কোন শক্তিব শক্তি থাকবে না তাদের বক্ষা করবাব—বুঝেছ ?

সুন্দব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[বিপ্রদেব উঠিয়া গেলেন, এবং মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন]

বিপ্র। সোমদেব।

সোম। প্রভু।

বিপ্র। সর্ব্বদা সতর্ক থেকো, কেউ যেন এসে আমাব পূজার ব্যাঘাত সৃষ্টি না কবে। আজকেব পূজোয় ব্যাঘাত হ'লে আমাদেব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে বুঝেছ ?

সোম। বুঝেছি—গুরুদেব।

বিপ্র। শীলার বন্ধন মোচন করবাব আদেশ দাও। পূজান্তে এই সভ্য মানুষেব বলিব সময় তাকে আমার প্রয়োজন হবে। এব তপ্ত বক্ত সে নিজ হাতে মায়েব চরণে নিবেদন কববে। বুঝেছ ?

সোম। বুঝেছি—গুরুদেব।

বিপ্র। যাও—বিলম্ব কবোনা। আব হ্যাঁ, বত্নাকে এখানে নিয়ে এস।

সুন্দর। বত্না। সে কীবে বাবা। মুখ বাখিস মা, মুখ বাখিস।

[সোমদেব প্রস্থান করিল। বিপ্রদেব মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। ইতিমধ্যে শীলা ছুটিয়া আসিল।

মন্দিরের মধ্য হইতে পুরোহিতের কণ্ঠ শোনা গেল]

বিপ্র। মা, মহাকালী, করুণাময়ী নৃমুণ্ডমালিনী মা! আজ আমার আশা পূর্ণ কর মা। তোর এই শত বৎসরের বৃদ্ধ সেবককে আজ তার আকাঙ্ক্ষিত বর দে মা! আমি যেন পূজান্তে এই সভ্য সমাজের ধ্বংস সাধন করতে পারি মা! তোর সেবিকা রত্না আজ পথভ্রষ্টা, রাজ্যের রীতিনীতি ভুলে সে আজ বিদেশীর কণ্ঠলগ্না—তাকে আমি যেন শাস্তি দিতে পারি—আমায় এই শক্তি দে মা,—সর্ব্বদুর্গতিহারিণী, মহাকালী!

[আচমন করিয়া আসনে বসিলেন]

শীলা। (নিম্নকণ্ঠে) সুন্দর!

সুন্দর। শীলা!

শীলা। পেরেছ? পূজার আয়োজন অশুদ্ধ করতে! পেরেছ?

সুন্দর। পেরেছি শীলা—আজকের সমস্ত আয়োজন আমি উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছি।

শীলা। তুমি আমায় বাঁচিয়েছো সুন্দর! তুমি আমার প্রণাম নাও।

[নেপথ্যে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা গেল। সোমদেব রত্নাকে সেখানে লইয়া আসিল। রত্নার চোখ দুইটি বিস্ফারিত বাহ্যজ্ঞানশূন্য।]

বিপ্র। (পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের মন্ত্র)

[হঠাৎ ধ্যানের মাঝখানে—নেপথ্যে নানারূপ বীভৎস চীৎকার উঠিল। পুরোহিত সবিস্ময়ে দাঁড়াইলেন, তারপর চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

বিপ্র। সোমদেব! সোমদেব! ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! আমার মায়ের পূজা কে অপবিত্র ক'রে দিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য কে এই কাজ করেছে—সোমদেব কে এই কাজ করেছে? মা-মা—সর্ব্বসন্তাপহারিণী মহাকালী! সন্তানের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর মা। আমি জানতে পারিনি—মাগো আমি জানতে পারিনি। আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবো—তুই রোষ সম্বরণ কর মা—মহাকালী! মা—মা—মা।

[হঠাৎ ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইল। দেখা গেল বজ্র পড়িয়াছে পুরোহিত বিপ্রদেবের মাথায়। তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। সহসা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের গুম্ গুম্ শব্দ উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সোপান, চূড়া ও দেওয়াল ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এবং সুন্দরের অট্টহাস্য কাণে আসিতে লাগিল। দ্রুতপদে প্রবেশ করিল জয়ন্ত, অজয় ও সুমিত্রা। জয়ন্ত রত্নাকে বাহুপাশে বন্ধন করিল।]

জয়ন্ত। রত্না! রত্না! কোন ভয় নেই! চেয়ে দেখ পুরোহিতের মৃত্যু হয়েছে। রত্না!

[রত্না শিহরিয়া যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। তারপর পুরোহিতের দিকে চাহিয়া একটি প্রকাণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তের বাহুতে মাথা রাখিল।]

স্নন্দর। (শীলাকে) ইয়ে হয়েছে —।

[শীলা তাহার দিকে চাহিতেই সে নিজের বাহু দেখাইয়া শীলাকে সেখানে মাথা রাখিতে ইঙ্গিতে মিনতি জানাইল। শীলা কৃত্রিম কোপে ভ্রূকুটি করিল, তারপর কহিল]

শীলা। ধ্যাৎ!

[ছুটিয়া পলাইতেই সমাপ্তির যবনিকা নামিয়া আসিল।]

(২৩ পৃষ্ঠায় গ্রাম্য বালিকাগণের প্রস্থানের পর ও
শীলার প্রবেশের পূর্ব্বে)

নীলমাধব। না না এসব আমার ভাল লাগে না, বাত তিনটেব সময় ঘুম ভাঙিয়ে এ ধবণের ইয়াবকি আমার এই তেত্রিশ বছব বয়সে ভাল লাগে না—

মাধবী। ইয়াবকি আবার কোথায় দেখলে? বুড়ো হ'য়ে তোমার ভীমবতি ধরেছে। বলি পুবোহিত যে মা কালীব পূজায় বসবেন, সে খেয়াল আছে? না গেলে কি আব রক্ষে থাকবে।

নীলমাধব। না—না এসব কী? পূজায় বসবেন—পূজো কবে উঠবেন—সকাল বেলায় পেসাদ পত্তর বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন। তানয়—রাত তিনটেব আমাব কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে এসব কি?—

মাধবী। কাঁচা ঘুম—। এর নাম বুঝি কাঁচা ঘুম?

নীলমাধব। নয়ত কি—? সেই সন্ধ্যে সাতটায় শুয়েছি—রাত তিনটেয় তেত্রিশ বছব বয়সে কাঁচা ঘুম নয়ত কি পাকা ঘুম হবে! পাকা ঘুম হবে সেই ভোর সাতটা সাড়ে সাতটাব আগে নয়।

মাধবী। তোমার পাকা ঘুম হবে মরলে।

নীলমাধব। দেখ! তেত্রিশ বছর বয়সে আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—যখন তখন অমন ভাবে আমায় মরিয়ে দিও না। মানে, কোন দিন যে তোমাতে আমাতে তেত্রিশ বছর

বয়সে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে—তার কিছু ঠিক নেই।
ও। আমি মরলে তোমাব খুব সুবিধে হয় ?

মাধবী। অসুবিধেই বা কী! একবার ম'রেই দেখ না।

নীল। তা একেবারেই যে পারি না সে কথা মনে কোরোনা। তবে মরাব অসুবিধে কোথায় জান? তেত্রিশ বছর বয়সে মবলে আর ফিরে আসা যায় না।

মাধবী। আব ফিবে এসেই বা কী করবে? বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি যা বইল আমিই দেখবো শুনবো, তোমার কিছু ভাবনা নেই—তুমি মর।

নীল। হুঁ। এই ভয়ই আমি কবছিলাম! তেত্রিশ বছব বয়সে এই ভয়ই আমি কবছিলাম আমি মরি—আব তুমি মনের আনন্দে আমারই বুকে বসে আমাবই দাড়ি ওপডাও—না?

মাধবী। হ্যাঁ, আমাব দায় প'ডেছে। ভাবিতো কানাকডির সম্পত্তি তার জন্যে যেন আমার ঘুম হ'চ্ছে না। দাওগে তুমি বিলিয়ে যাকে ইচ্ছে তাকে। (কাঁদিয়া) বাবাব যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—বেছে বেছে শেষকালে আমাকে দিলে কিনা এক ঘাটের মডাব হাতে।

নীল। এ্যাঁ। কি বললে? ঘাটেব মড়া! তেত্রিশ বছর বয়সে ঘাটেব মড়া?

মাধবী তেত্রিশ—তেত্রিশ—তেত্রিশ—তেত্রিশ তোমার হাঁটুর বয়স। লজ্জা কবে না অত কম বয়স বলতে? চুল পেকে গেছে, দাঁত প'ড়ে গেছে, বাত্তিবে কাশীর চোটে ওঁর ঘুম হয় না—ওঁর হ'ল তেত্রিশ বছর বয়স।

নীল। ঘাটের মড়া!

[মাটিতে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল]

[স্বামীকে কড়া কথা বলিয়া মাধবীর মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল এখন তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া দয়া আরও বাড়িয়া গেল। একটু পরে সে উপবিষ্ট স্বামীর কাছে গিয়া কহিল]

মাধবী। হ্যাঁগা! রাগ করলে?

নীল। হুঁ!

মাধবী। চলো, মন্দিরে যাবে না?

নীল। হুঁ হুঁ।

মাধবী। এই দেখ। পথের মাঝে কী কাণ্ড আরম্ভ ক'র্‌লে। ওগো, চলো! তবে তুমি থাক এখানে পড়ে। আমি যাই, গিয়ে শীলা দেবীকে বলছি তোমার সব গুণের কথা।

[প্রস্থানোদ্যতা,—হঠাৎ নীলমাধব কাঁদিতে লাগিল]

নীল। শুনে যাও!

মাধবী। কী!

নীল। নিকটে এস।

মাধবী। কী, বল!

নীল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই চাবি গাছটা নাও, বাড়ী যাও! সিন্দুক খুলে পাঁচটা পয়সা নিয়ে এস। তেত্রিশ বছর বয়সে একটা পেন্নাম করতে হবে তো।

মাধবী। হ্যাঁগা, তা আমি একলা যাব কেন? তুমিও এস না—বেশ দুজনে একসঙ্গে গল্প ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাই।

নীল। আমি কি আর অতটা দূর এই তেত্রিশ বছর বয়সে হেঁটে যেতে পারবো ?

মাধবী। কেন পারবে না! তেত্রিশ বছর বয়স হলে কি হবে, গায়েতো তোমার জোর একটুও কমেনি। বাপরে, কাল তোমাব গায়ের জোর আমি দেখেছি।

নীল। দেখেছ—না? তেত্রিশ বছব বয়সে কী রকম ক'রে গায়ের জোর দেখিয়েছিলাম বলতো!

মাধবী। সেই যে উঠোনে—তুলসী গাছের ছোট্ট চারাটা ছিল, সেটা একটানে উপড়ে ফেলে দিলে! বাপবে বাপ!

নীল। ত'হলে দেখেছ? কি বল? তেত্রিশ বছব বয়সে দেখিয়ে দিলাম একবার! ম্যাও—চলো!

মাধবী। চলো!

[যাইতে যাইতে হঠাৎ নীলমাধবের কাশি উঠিল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল]

নীল। তেত্রিশ বছর বয়সে শালাব কাশিটা কী রকম জব্দ ক'রলে বল দেখি! ওরে বাবা!

মাধবী। ছুট্টে গিয়ে পয়সা পাঁচটা নিয়ে আসি—কেমন? তুমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে একটুখানি বিশ্রাম কব! আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান]

নীল। মা-মাধ—থাকগে! পিছু ডাকবো না! আসুক পয়সাটা নিয়ে। তেত্রিশ বছব বয়সে কাশিটাই সব বিগড়ে দিলে! মাধবী বকুক আর ঝকুক—মনে মনে ভালবাসে খুব—মাধবী বড ভাল মেয়ে—মাধবী বড় লক্ষী—মা—

[illegible] বাইতেছিল। এখনও [illegible] দেখিয়া সে নীলমাধবকে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিল]

নীল। তুমিই তা'হলে মারলে ?

প্রহরী। এখনও বাইরে কেন ?

নীল। নইলে তেত্রিশ বছর বয়সে ভেতরে গিয়ে কী করবো বাবা ?

প্রহরী। মন্দিরে যাবে না ?

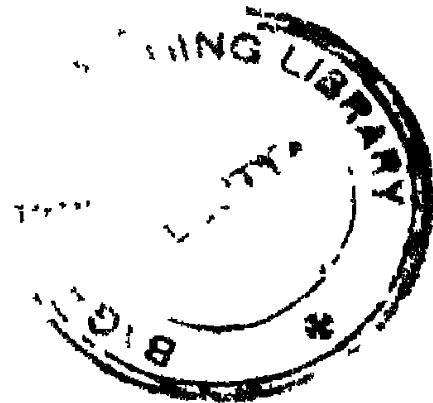
নীল। যাব বৈকি ! তেত্রিশ বছব বয়সে—রাত তিনটের সময় মন্দির ছাড়া আর কোথায় যাব ?

প্রহরী। চল !

নীল। একটু অপেক্ষা করছি।

প্রহরী। চল। চল।

[ধাক্কা দিতে দিতে তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল]



EDITORIAL NOTES:

China's People's Congress and India's Proposed Constituent Assembly; British Government's Attitude to Present Deadlock in India; Gandhiji on Mr. Amery's Statement; Pandit Jawaharlal Nehru on the British Attitude; Pandit Jawaharlal on Launching, Postponing or Giving Up Satyagraha Progress of Education in British India During 1932—37; "Gross Tyranny" of Bose-League Majority in Calcutta Corporation; Pandit Jawaharlal Nehru on the Work of the National Planning Committee; Allahabad National Planning Committee, Allahabad University Alumni at the I. C. S. Competition; "Germany's Victory Would Be Disaster for India and the World; Costal Defence Unit; President-Elect of Nellore Political Conference, Withdrawal of German Balances in U. S. A. Banks, President's Address at the Azad Muslim Conference; Position of Minorities Under Bombay Congress Government, A Third Teachers' Training College for Bengal, Dr. Sunderland on Emerson and His Friends, "Fifth Columnists"; Reconstitution of the British Cabinet, Emergency Legislation in Britain, "Untouchability the Root Cause of India's Downfall"; Independent ... Demands; Sound Advice to Bengal Zemindars; ... Duty"; British Government's Plans for the "Defence of India"; Viceroy's Broadcast: "Unity, Courage, Faith", All-India Hindu Mahasabha Working Committee's Resolutions; The Non-official Cry for Unity for the Official Defence of India; A Crying Evil in the Postal Department; "India's Right to Frame Her Own Constitution", What Promises Parliament Is Bound to Honour; Report of the Floud Commission; Boseite Conferences at Dacca; Surendranath Tagore; Kalimohan Ghose; George Lansbury; Constructive Endeavours in China, Capitulation of the King of the Belgians; More Women's Colleges in Bengal And Higher Education for Women; Is There No Difference Between Dominion Status and Independence?; Soviet Rebuff to Britain; Regulations for Suppressing British Newspapers If Necessary; ... Capture of Narvik in Norway By Allies; U. S. A. Help to Allies; A Tribute to Dinabandhu Andrews From Sooth Africa; "The Commonwealth of India Bill".

There are also the usual features: Reviews and Notices of Books, Indian Periodicals, Foreign Periodicals, Comment and Criticism, and several Plates* besides many pictures in the text of the articles.

উন্মাদ রোগ, মানসিক পীড়া, নিদ্রাহীনতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, ভয়াবহ মস্তিষ্ক-বিকার, অত্যুচ্চ রক্তের চাপ এবং যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক রোগের ঔষধ।

ঔষধমধ্যে ইন্‌সানিলকে দৈবপ্রদত্ত বলিলেও চলে। ভারতবর্ষে ইহা এই প্রথম আসিয়াছে। বিগত ৬০ বৎসর যাবৎ জগতের লক্ষ লক্ষ রোগী ইহাকে সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক রোগে অমোঘ প্রতিষেধক বলিয়া জানিয়াছে। বহু ডাক্তার, হাসপাতাল, উন্মাদ আশ্রম কর্ত্তৃক সারা পৃথিবীতে ইহার ব্যবহার সাফল্যপূর্ণ হইয়াছে। উন্মাদ রোগের অতি দুরূহ আক্রমণেও ইহা অত্যাশ্চর্য্যরূপে ফলপ্রসূ হয়। ইহাতে লুমিনাল, ক্লোরাল হাইড্রেট, পোটাস ব্রোমাইড, আফিং, মর্ফিয়া, হেনবেন ইত্যাদি জাতীয় কোনরূপ মারাত্মক বা হানিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত নাই।

এই অদ্ভুত ট্যাবলেট নিমেষে মানসিক বিকার উপশম করে এবং তাহার ফলে গাঢ় ও শক্তিসঞ্চারী নিদ্রা হয়। ইন্‌সানিল উচ্চশ্রেণীর বিশুদ্ধ বস্তু এবং ইহার উপকরণ-আদি সাধারণের গোচরীভূত। ইহা ব্যবহারের পর ঘণ্টাখানিকের মধ্যে দেহ-মন শান্ত ও স্থির হয় এবং কয়েক দিনের ব্যবহারে নূতন জীবনলাভের মত উপকার হয়।

আজকালকার জীবনসমস্যায় ইন্‌সানিলের একান্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ এক বোতল হাতের কাছে রাখা উচিত।

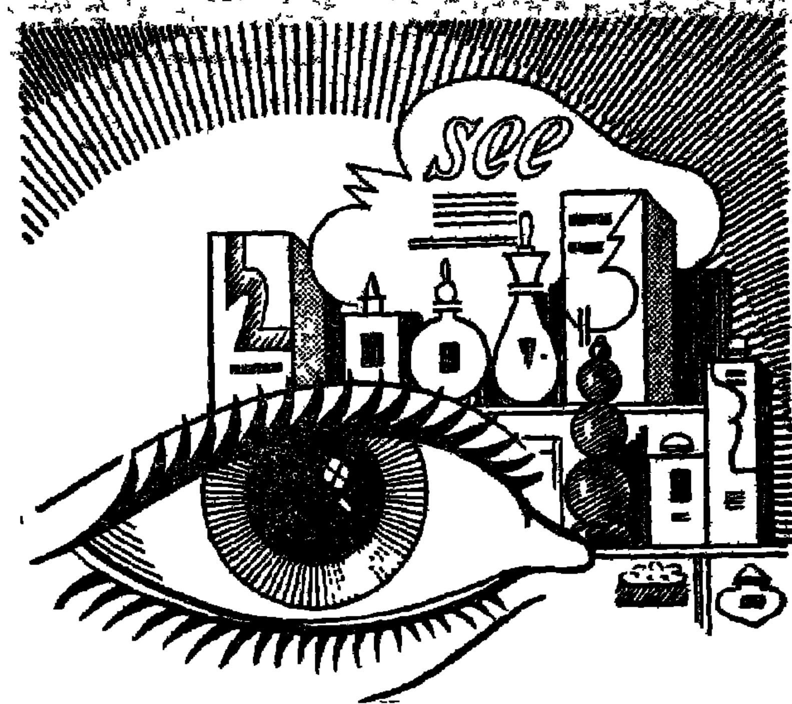
মূল্য ৫০ ট্যাবলেটের শিশি ৪৲ টাকা।

সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য। নহিলে পাইবার ঠিকানা—

হেরিং এণ্ড কেণ্ট পোঃ বক্স ৩২৩ (P.M.C.) **রিয়ে হাউস, হর্ণবি রোড, বোম্বাই।**

ষ্টকিষ্টস্‌ঃ রাইমার এণ্ড কোং—আশুতোষ মুখার্জ্জীর রোড, কলিকাতা।

সুসের ওয়ানজী এণ্ড কোং—৮৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



আলো, আকর্ষণ বিক্রী